NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ রথযাত্রায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

যমুনার জলস্তর বৃদ্ধিতে সতর্কতা জারি ৭

কলকাতা ২৮ জুন ২০২৫ ১৩ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.06.2025, Vol.19, Issue No. 19, 8 Pages, Price 3.00

খাস কলকাতার ঘটনায় তোলপাড়

কলেজে ধর্ষণ ছাত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের রেশ কাটতে না-কাটতেই ফের সামনে এল আরও এক নারী নির্যাতনের অভিযোগ। সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার একটি নামী আইন কলেজে বুধবার ঘটে এই কাণ্ড। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ছাত্রী প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। গোটা ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে কসবা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে ১০টা ৫০-এর মধ্যে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কসবা থানা সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, কলেজেরই একটি রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। একজন ধর্ষণ করেছে ও বাকিরা সেই কাজে মূল অভিযুক্তকে সহায়তা করেছে। এরপর কসবা থানায় আসেন নির্যাতিতা। কলেজেরই দুই কর্মী ও একজন প্রাক্তন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

পুলিশের কাছে নির্যাতিতা অভিযোগে জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধেয় কলেজে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই মনোজিৎ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ছাত্রী জানিয়ে দেন, তাঁর প্রেমিক আছে এবং তিনি অন্য কাউকে ভালোবাসেন। অভিযোগ, এরপরই কলেজের প্রধান গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। গার্ডরুমে নিয়ে গিয়ে শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। ছাত্রীটি কাঁদছিলেন, গার্ডের পা ধরেছিলেন, বারবার বলেছিলেন, 'আমার শরীরটা তোমার নয়, দয়া করে ছেড়ে দাও।' কিন্তু কিছুই শোনেনি মনোজিত ও তার দুই সঙ্গী। তাঁকে জোর করে বিবস্ত্র করা হয়, গার্ডরুমে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। একজন নয়, একাধিক ব্যক্তি ছিল। তারা ভিডিও তোলে, হুমকি দেয়; 'যদি মুখ খোলো, এই ভিডিও ভাইরাল করে দেব। তোমার প্রেমিককে খুন করে ফেলব। তোমার পরিবারকে জেলে ভরব।' অভিযোগ পেয়েই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে

■ এরপর ২-এর পাতায়

তৃণমূল ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার, আক্রমণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র আলিপুর আদালতের ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। ২০২২ সালে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ থেকে পাশ করে মনোজিৎ। বর্তমানে কলেজে টিএমসিপির কোনও সক্রিয় পদে না-থাকলেও, কলেজের বর্তমান অস্থায়ী কর্মী হিসেবে তার ব্যাপক প্রভাব ছিল।

দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্টও ছিল। পাশাপাশি, সদস্য ছিল জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। এছাড়া মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের টিএমসিপি ইউনিটের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টও ছিল। কানাঘুষো এও শোনা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন ধরে যুব প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল মনোজিৎ। একাধিকবার মারধরের ঘটনায় নামও জড়িয়েছে তার। অভিযোগ, বাকি দুই ধৃতও টিএমসিপির সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত।

শাসকদলের নাম কসবা-কাণ্ডে জড়াতেই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং ছাত্রনেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, 'কসবা-কাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। কারণ, ধর্ষণ নিয়ে কোনও রাজনীতি হয় না। নির্যাতিতাকে ন্যায়বিচার দিতে হবে। আমরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আছি। আমরা এই ধরনের ঘটনায় দোষীদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় তার জন্য অপরাজিতা বিল পাশ করিয়েছি। আবেদন জানাচ্ছি, যাতে এই বিল আইনে পরিণত করা হয়। আমরা ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে আপোস করি না। কারা করেন সবাই জানে। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত।'

এদিকে, ধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের ছবি নিয়ে একাধিক পোস্ট করেছে বিরোধী শিবির। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, 'আমি বলছি এই ঘটনার কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু অনেকের এখন লক্ষ্য দলকে কালিমালিপ্ত করা। তাঁদের লক্ষ্য এই ব্যাধিকে সমাজ থেকে সরানো নয়।' তবে মূল অভিযুক্ত যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করত সে বিষয়ে নিশ্চিত

■ এরপর ২-এর পাতায়

> কসবা-কাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। কারণ, ধর্ষণ নিয়ে কোনও রাজনীতি হয় না। নির্যাতিতাকে ন্যায়বিচার দিতে হবে। আমরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আছি।
>
> —শশী পাঁজা

> কলেজ ক্যাম্পাসের মতো পবিত্র স্থানে এমন জঘন্যতা শুধুমাত্র একটি অপরাধ নয়, এটা আমাদের সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক। তৃণমূল ছাত্র নেতারা বারবার তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছে।
>
> --শুভেন্দু অধিকারী

২

৩

১

১. ঘটনাস্থল

২. আদালতে অভিযুক্ত

৩. ঘটনাস্থলে সিপি

◆দিঘায় রথযাত্রার আগে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

◆কলকাতায় এক রথযাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী।

উৎসব মানে সম্প্রীতি, দিঘায় বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: সমুদ্রের গর্জনের মাঝেই শুক্রবার দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথধামে আয়োজিত হল রাজ্যের প্রথম রাজ্য-পর্যায়ের রথযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রাজকীয় আয়োজনে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকাল থেকেই মন্দির চত্বর ভরে যায় হাজার হাজার ভক্তের ভিড়ে।

এই প্রথমবার সৈকত শহর দিঘার জগন্নাথধাম থেকে রথ বেরল। সকালে দশটায় দিঘার জগন্নাথধাম থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়ানো ছিল তিনটি রথ। সকাল থেকেই শুরু হয় পুজো ও আরতি। বিদেশি ইস্কন ভক্তরা রথের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে জাগ্রত করে তুলেছিলেন উৎসবের আবহ। বেলা ২টোয় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরতি করেন, নারকেল ফাটিয়ে শুভ সূচনা করেন রথযাত্রার। রীতি মেনে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথযাত্রার পথ পরিষ্কার করেন তিনি। তারপর ঠিক ২টা ১৯ মিনিটে রথের রশিতে টান দেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসব শুরু হয় 'পাহাণ্ডি বিজয়' পর্ব দিয়ে।

মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে একে একে বের করে আনা হয় ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি। শঙ্খ, ঢাক ও কীর্তনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের রথে স্থাপন করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং নারকেল ফাটিয়ে পূজা দেন। এরপর শুরু হয় রথ টানার অনুষ্ঠান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'রাস্তায় নেমে রথ টানার অনুমতি দেওয়া হয়নি, যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না-ঘটে। তবে ব্যারিকেডের পেছন থেকে ভক্তরা দড়ি ছুঁয়ে পুণ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন।' নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উৎসব মানে সম্প্রীতি। সকলে তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস মেনে চলতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি উৎসবের মূল বার্তা একটাই; ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্য ছড়ানো।' প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তরের নজরদারিতে অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হয়। রথের রুট মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ঘুরে নির্দিষ্ট গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছয়, যেখানে দেবতাদের বিশ্রামের আয়োজন হয়। ভক্তদের জন্য বিভিন্ন স্থানে ছিল জলের ট্যাঙ্ক, চিকিৎসা শিবির, নিরাপত্তা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দল। বহু পর্যটক ও দর্শনার্থী রথযাত্রা উপলক্ষে দিঘায় এসেছেন, স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলেও উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

রথ উপলক্ষে বসে মেলা, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক আয়োজন। সামগ্রিক ভাবে এই উৎসব একদিকে ধর্মীয় আবেগ, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ও পর্যটন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি তদারকি এবং তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বার্তা এই রথকে কেবল মূর্তিসংস্থাপন নয়, বরং সম্প্রীতির রথ করে তুলেছে। এদিন দিঘার বালিয়াড়িতে শুধুই এক ধর্মীয় রীতি নয়, প্রতিফলিত হল এক সামাজিক মূল্যবোধের জয়যাত্রা।

ভণ্ডামির পথেই রথ, ভক্তি-বাণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার সমুদ্রতটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত হল জগন্নাথধামের প্রথম রাজ্য-পৃষ্ঠপোষিত রথযাত্রা। রথের দড়িতে টান, মুখ্যমন্ত্রীর পুজো, মেলা ও উৎসবের আমেজে যখন ছায়া ফেলেছিল ধর্মীয় আবেগ; তখনই সেই মঞ্চ ঘিরে রাজনীতিতে নেমে এল অশান্তির মেঘ। মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় ভূমিকা নিয়ে 'প্রহসন', 'অভিনয়' ও 'অপমান'; এই তিন অভিযোগকে কেন্দ্রে রেখে তাঁকে একের পর এক আক্রমণে বিদ্ধ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার কলকাতা ও পূর্ব মেদিনীপুর মিলিয়ে তিনটি রথযাত্রায় অংশ নেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জালি হিন্দু। যাঁর রথযাত্রায় সনাতনী সমাজ অনুপস্থিত, যাঁর পাশে থাকে শুধু তাঁর পেটোয়া মুসলিম বাহিনী ও পুলিশ, তিনি ঈশ্বর নয়, রাজনীতি আর ভণ্ডামির পথেই রথ টানেন।' এরপরেই শুভেন্দু স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো বিতর্কিত মন্তব্যগুলি; যেখানে তিনি কখনও মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ', সনাতন ধর্মকে 'গন্দা ধর্ম', আবার 'জয় শ্রী রাম' স্লোগানকে 'গালাগাল' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

শুভেন্দুর বক্তব্যে রাজনৈতিক যুক্তির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে অলৌকিক ব্যাখ্যাও। তাঁর কথায়, 'ভগবানের রোষেই রথের চাকা আটকে গেছে। এ যেন অশুভ লক্ষণ। ধর্ম অবমাননা করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মেলে না।' যদিও সরকারি সূত্রের দাবি, রথ নির্ধারিত সময়েই গড়িয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে নারকেল ফাটিয়ে ও রশিতে হাত রেখে রথযাত্রার সূচনা করেন।

কিন্তু সেই নারকেলই যেন হয়ে উঠল শুভেন্দুর আক্রমণের প্রতীক। তিনি বলেন, 'হিন্দু ধর্মে নারকেল ঈশ্বরের কাছে শুদ্ধতার নৈবেদ্য। যিনি প্রতিদিন পুজো করেন বলে দাবি করেন, তিনি নারকেল ফাটাতে জানেন না? আজ যেভাবে বল ছোড়ার মতো করে নারকেল ছুঁড়ে মারলেন মুখ্যমন্ত্রী; তা দেখে মনে হল ভক্তি নয়, বরং নাটক চলছে।'

এদিন পুরীর ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ বার্তায় মুখ খুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক ২ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের ভিডিও বার্তায় তিনি উদ্ধৃত করলেন; 'নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে, বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ' এবং তার পরে লেখেন, 'সনাতন ধর্মীয় চার ধামের মধ্যে পুরীর জগন্নাথধাম একধাম। আজ প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর রথযাত্রা। তিন ভাইবোন আজ পবিত্র রথে চেপে মাসির বাড়ি যাবেন।' রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দিলেন আন্তরিক শুভেচ্ছা, আর প্রার্থনা করলেন; 'প্রভু জগন্নাথ সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।'

এখন দেখার রথযাত্রা-পরবর্তী রাজ্য রাজনীতি কোন পথে এগোয়। তবে আজকের দিনে, রথের চাকা যত না-এগিয়েছে, তার চেয়েও বেশি ঘুরেছে রাজনীতির চাকা; ধর্মের দড়ি ধরে।

সংস্থান নেই অর্থের

বকেয়া ডিএ মেটাতে আরও ছ'মাস সময় চাইল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতের দেওয়া ডেডলাইন পার। তবু রাজ্য সরকারের তরফে এল না ডিএ সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি। উলটে আরও সময় চাইছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনারও আর্জি জানিয়েছে রাজ্য। এ-ও জানিয়েছে, তারা বকেয়া ডিএর ২৫ শতাংশ সরাসরি আদালতের তহবিলে জমা দিতে প্রস্তুত। আর এখানেই অনেকের ধারণা, ডিএ না-দেওয়ার ক্ষেত্রে আদতে এটা টালবাহানা। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ২৫ শতাংশ বকেয়া দেওয়ার নির্দেশ কার্যকর না-হওয়ার কারণে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সূত্রের খবর, এদিন রাজ্য সরকার চিঠি পাঠিয়ে তাতে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী রায় কার্যকর করার জন্য সময় চেয়েছে। এখনই এই ডিএর টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, আরও ছ'মাস সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের দাবি, এত কর্মচারীকে বকেয়া ডিএর ২৫ শতাংশ দিতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে বরাদ্দ নেই। রাজ্যকে যদি এই অর্থ দিতে হয়, তা হলে ঋণ নিতে হবে, যার জন্য কেন্দ্রের অনুমতি দরকার। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। এদিন সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল জানান, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের ডিএ মামলায় আমাদের সংগঠন সরকারী কর্মচারী পরিষদ-সহ সব রেসপন্ডেন্টদের কাছে চিঠি দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী রায় কার্যকর করার জন্য সময় চেয়েছেন। কারণস্বরূপ যে সব যুক্তি রাজ্য সরকার দেখিয়েছে, তার কোনও সারবত্তা নেই। আদালত অবমাননার দায় এড়ানোর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষ করে প্রায় দশ বছর ধরে চলা এই মামলায় এখন রাজ্য সরকার এই ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ নেওয়ার একটা গল্প ফেঁদেছেন। এর সর্বাত্মক বিরোধিতা আমরা করব। সুপ্রিম কোর্টের ডেডলাইন মেনে ডিএ দেওয়া হয়নি। তাই মামলাকারীদের তরফে দেওয়া হচ্ছে অবমাননার নোটিস।'

প্রসঙ্গত, গত ১৬ মে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেছিলেন, এটা বিপুল পরিমাণ টাকা। এই টাকা দিতে হলে রাজ্য সরকারের কোমর ভেঙে যাবে। রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয় যে, ডিএ পাওয়া কোনও অধিকার নয়। সাংবিধানিক অধিকার নয়। সম্ভব নয় এটা। এর পালটা শীর্ষ আদালত জানায় যে, বকেয়া ডিএর ২৫ শতাংশ দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন অগস্ট মাসে ধার্য করা হতে পারে বলেও জানিয়েছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল।

ডিএ মামলায় রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং অর্থ সচিবকে এই নোটিস ধরালো মূল মামলাকারী কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্মেন্ট এমপ্লয়িজ। ডিএ না-মেটানোয় মূল মামলাকারীদের তরফে মলয় মুখোপাধ্যায় তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস সামিম মারফত ইমেল করে নোটিস পাঠালেন মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে। তাঁদের যুক্তি, আদালত অবমাননাকর কাজ করছে রাজ্য। তাই নোটিস। ২৫ শতাংশ বকেয়া দেওয়ার নির্দেশ কার্যকর হয়নি। একইসঙ্গে মানা হয়নি সুপ্রিম কোর্টের ডেডলাইন। তাই নোটিস পাঠানো হল মূল মামলাকারীদের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, এই ডিএ মামলা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মামলার রায়ের ওপর তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি শুনানি তাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

বাণিজ্যচুক্তি

■ চিনের সঙ্গে আমেরিকাবাণিজ্যচুক্তি করল, সেকথা নিজেই জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, চিনের পরেই হয়তো ভারতের সঙ্গে খুব বড় বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। ট্রাম্প এ-ও জানিয়েছেন যে, সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করার পথে হাঁটবে না ওয়াশিংটন।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা সবে মাত্র চিনের সঙ্গে (বাণিজ্য) চুক্তি করলাম। সবার সঙ্গে আমরা চুক্তি করব না। তবে কিছু দারুণ চুক্তি হবে। যেমন পরেরটাই হয়তো হবে ভারতের সঙ্গে। খুব বড় চুক্তি হবে সেটা।'

পুরীতে পদপিষ্ট

■ পুরীতে রথযাত্রার দিনে প্রবল ভিড়ের চাপে তৈরি হল আতঙ্ক। আজ সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় জমিয়েছিলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ টানতে। সেই সময় তালধ্বজ রথ টানার সময় হঠাৎ করে বিপুল ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত ৫০০ জনের বেশি ভক্ত আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্যোগ

■ বাংলার আকাশে ফের দুর্যোগের ঘনঘটা। নিম্নচাপের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উপকূলবর্তী বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৯ জুন, রবিবার একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে শনি ও রবিবার প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shibu Pada Mondal (old name) S/o. Late Sarat Chandra Mondal R/o. Anandamath Paschimpara, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shibu Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shibu Pada Mondal & Shibu Mondal S/o. Late Sarat Chandra Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রদীপ ঘোষ, পিতা শ্রী হারু ঘোষ, সাং নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট+ থানা শান্তিপুর, পিন নম্বর 741404, বর্তমানে আমি বিগত ইংরেজি 16/02/2023 তারিখে শান্তিপুর এ, ডি,এস,আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1033 এত নম্বর আমমোক্তারনামা বলে বুদ্ধদেব সরকার, পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ সরকার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই , বর্তমানে উক্ত সম্প্রতি হইতে বিগত ইংরেজি 12/06/2025 তারিখে শান্তিপুর এ,ডি,এস,আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2606 নম্বর বিক্রয় কবলা দলিল মূলে অতনু সরকার, পিতা শ্রী আনন্দ সরকার বিক্রয় করি নিম্ন তফসিল জেলা নদীয়া এ ডি এস আর ও থানা শান্তিপুর মৌজা 24 নম্বর গোপালপুর এল আর খতিয়ান নম্বর, 2809 আর এস এল আর দাগ নম্বর 338 পরিমাণ 10 শতক বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশন করিবার জন্য কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে শান্তিপুর B.L.&L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অজিত কীর্তুনিয়া** পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ কীর্তুনিয়া, সাকিম ইটাচুনা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭ মহাশয় বিগত ইং ১৩/১২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11759/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী অমৃত লাল কীর্তুনিয়া** পিতা শ্রী অজিত কীর্তুনিয়া সাকিম ইটাচুনা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8750/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পঙ্কজ বিশ্বাস** পিতা ৺সহদেব বিশ্বাস, সাকিম অশ্চিৎপুর, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, মহাশয়কে ৪.৮০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা ইটাচুনা, ১২৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২২১/১৪৫২ নং দাগে, পুকুরপাড় ষোল আনায় ৩০২ শতকের মধ্যে ০.০১৫৯ অংশে ৪.৮০ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পঙ্কজ বিশ্বাস** পিতা ৺সহদেব বিশ্বাস, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী অমৃত লাল কীর্তুনিয়া** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল **অপর্না চক্রবর্ত্তী**, স্বামী-অমরেশ চক্রবর্ত্তী, সাং- মাইলিসাই, পোঃ+থানা-গোয়ালতোড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং ০৭.০৫.২০২৫ তাং DSR-II Paschim Medinipur অফিসে I-3172 নং দলিলে মৌজা ডুমুরডিহা, জে.এল নং- ৯৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০২/২, এল.আর. ১২৯ ও ১৩৬ দাগে ২৫.৬ শতক জমি আমমোক্তার **দীপঙ্কর বিশ্বাস**, পিতা-৺স্বরূপ বিশ্বাস এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল গত ইং ২৬.১১.২০২৪ তাং DSR-II Paschim Medinipur অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book No. 1 দলিল নং I-8202 রূপে লিপিবদ্ধ আছে। আমার উক্ত মক্কেল বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও গড়বেতা-২ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন।

Subhasish De (Advocate),
CIS Code-86, Judges' Court,
Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, ১।**শ্রীমতী মিনাক্ষী দাস**, স্বামী- শ্রী রামপদ দাস, সাকিম-আটপাড়া, থানা-জামালপুর, জেলা- বর্দ্ধমান ও ২। **শ্রীমতী নলিনী বালা দাস**, স্বামী - স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দাস, সাকিম - মগরা নুতনগ্রাম,থানা-মগরা,জেলা- হুগলী। গত ইং ১৯/০৪/১৯৯১ তারিখে ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৯২/১৯৯১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা-মগরার সামিল, জে.এল. নং ১২০, কোলা মৌজায় হাল ২৮৪, ৪৪০ ও ৬১৩ নং খতিয়ানভুক্ত :- সাবেক তথা হাল ১২৬৫ নং দাগে ৩৬ শতক,সাবেক তথা হাল ১২৬৮ নং দাগে ৫৬ শতক এবং থানা- মগরার সামিল, জে.এল. নং ১৪৩, আলিখোজা মৌজায় হাল ১৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত :-সাবেক তথা হাল ২২ নং দাগে ২৯ শতক, সাবেক তথা হাল ১৭ নং দাগে ৩৪ শতক ও সাবেক তথা হাল ২০ নং দাগে ১২ শতক একুনে মোট ১৬৭ শতক সম্পত্তি সাকিম - মগরা নুতনগ্রাম,থানা-মগরা,জেলা- হুগলী নিবাসী **শ্রী শঙ্কর দাস**, পিতা – স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দাস - মহাশয়কে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE),
District Judge's Court, Chinsurah,
Hooghly. Reg. No.- F/405/12

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি সঞ্চিতা হরি পিতা নিখিল কুমার হরি, স্বামী ডা. দেবাঞ্জন মন্ডল- নলপুর, হাওড়া-৭১১৩১০ মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০৫০৫০২৫৮৬-২০১৬ সালের, বুক নং ১, ভলু্যম -০৫০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ৪৫৪২৩ -৪৫৪৫৩, নলপুর থেকে রঘুদেববাটী মোটর বাইকে ভ্রমণের সময় ২৫.০৫.২০২৫ তারিখ সন্ধে আনুমানিক ৬.৩০ টার সময় খোয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানিকপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৮২৪ তারিখ ৩১.০৫.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে জুন। ১২ ই আষাঢ়। শুক্রবার।দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা। হুগলি জেলার মাহেশে রথযাত্রা।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ধর্ষণের অভয়ারণ্যে পরিণত রাজ্য, তীব্র কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, এবার কসবার একটি ল কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং কলেজের দুই কর্মী। এই ঘটনা সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বলেন, এই রাজ্য এখন ধর্ষকদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল বা রাস্তা মেয়েরা কোথাও নিরাপদ নয়। প্রশাসন সব দেখেও না দেখার ভান করছে।

সুকান্তর কড়া বার্তা, আর নয়! বিজেপি এবার রুখে দাঁড়াবে। বাংলার প্রতিটি কন্যার জন্য আমরা ন্যায় চাই। আমরা চাই, দোষীদের কঠোরতম ও সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক।

তিনি অভিযোগ করেন, শাসকদলের মদতে প্রশাসনের একাংশ অপরাধীদের আড়াল করছে, যার ফলে রাজ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বাংলার মেয়েদের জন্য এক নিরাপদ সমাজ গঠনের সংকল্প নিয়েই এবার পথে নামছে বিজেপি।

কলেজেই ধর্ষণ ছাত্রীকে

■ প্রথম পাতার পর

নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ইতিমধ্যেই নিরপত্তারক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রেকর্ড করা হয়েছে তাঁর বয়ানও। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তের মধ্যে মূল চক্রী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রভাবশালী নেতা মনোজিৎ মিশ্র (৩১)। তাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তালবাগান ক্রসিংয়ের কাছে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় শিশুউদ্যানের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এছাড়া, জাইব আহমেদ (১৯) এবং প্রমিত মুখোপাধ্যায় (২০) নামে দুই বর্তমান ছাত্রকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কসবা-কাণ্ডে অভিযুক্তদের মধ্যে প্রমিত মুখার্জি হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত ১৬/১ হরিনাথ ন্যায়রত্ন লেনের বাসিন্দা। এলাকায় ঋজু নামে পরিচিত। ধর্ষণ-কাণ্ডে তার নাম জড়ানোয় এলাকার মানুষ হতবাক। প্রতিবেশীরা জানান, ভালো পরিবারের ভালো ছেলে প্রমিত।

অভিযুক্তদের ১ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। শুক্রবার আলিপুর আদালতে অভিযুক্তদের তোলা হলে সরকারি কৌঁসুলি জানান, প্রাথমিক মেডিক্যাল রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি এবং কলেজ চত্বরে ঘটা ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে আদালত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছে, এই ধরনের অভিযোগে দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। তবে অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীর দাবি, 'ঘটনাটিকে অনেকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তা বিভ্রান্তিকর। তদন্ত চলছে। এখনই চূড়ান্ত কিছু বলা যায় না।'

ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই হস্তক্ষেপ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'এই ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। নির্যাতিতাকে অবিলম্বে আইনি, মানসিক ও চিকিৎসা সহায়তা দিতে হবে। বিএনএসএসর ৩৯৬ ধারা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণও দেওয়া উচিত।' এর পাশাপাশি তিন দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

রীতি মেনে আজও রথের দিন সন্ধ্যায় টানা হয় রথ, বসে মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসা রথতলায় রীতি মেনেই রথের দড়িতে টান দিয়ে শুরু হয় রথযাত্রা। এদিন সন্ধ্যায় কাঁকসার রথ তলা থেকে রথ নিয়ে যাওয়া হয় নন্দী মোড় পর্যন্ত। সেখান থেকে রথ যায় কাঁকসা থানা পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে রথতলায়। এদিন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে রথের দড়িতে টান দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করেন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা। কাঁকসা রোডে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বসে মেলা। কয়েকশো বছর ধরে একই রীতি মেনে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় রথতলায়।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবদাস বক্সী জানিয়েছেন, তারা ছোট থেকে এই রথযাত্রা দেখে আসছেন। আগে অনেক মানুষ আসতেন। তবে এখন কাঁকসায় বিভিন্ন জায়গায় রথের মেলা বসে যার কারণে জন সমাগম কমলেও কাঁকসার এই প্রাচীন রথের জনপ্রিয়তা একই রকম আছে। রথের মেলা কমিটির সদস্য রতন সূত্রধর জানিয়েছেন, এই মেলায় কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। সকল ধর্মের মানুষ এই মেলায় আসেন মেলা দেখতে। সকলেই রথের দড়িতে হাত লাগান,পুজো দিতে আসেন। কংকেস্বর রাজার আমল থেকে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে।

রথ যাত্রা উপলক্ষে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা এলাকায় মোতায়েন থাকে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

উদ্ধার ৬টি চোরাই বাইক, গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবারও পুলিশের বড়সড় সাফল্য। ৬টি বাইক সহ গ্রেপ্তার ২ পাচারকারী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার তৎপরতায় গ্রেপ্তার ওই দুই বাইক পাচারকারী। তাদের থেকে উদ্ধার হয় ৬টি বাইক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাইক হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া অভিযোগ জমা পড়ছিল পুলিশের কাছে। তারপর থেকেই হাড়োয়া থানার ভার প্রাপ্ত আধিকারিক নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। তারপর হাড়োয়া থানার অন্তর্গত খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সামলা গ্রাম থেকে একটি বাইক সহ ২২ বছরের শাহিনুর মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলার পর পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ পায় আরও একটি পাচারকারীর। যার নাম শফিকুল বিশ্বাস বয়স ৪৮ বছর, বাড়ি বাদুড়িয়া এলাকায়। তারপর শফিকুল বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাদুড়িয়া এলাকা থেকে আরও পাঁচটি বাইক উদ্ধার হয়। অর্থাৎ মোট ৬টি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে পাশাপাশি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ এই চক্রের পিছনে আরও কোনও বড় বাইক পাচার চক্র জড়িত রয়েছে কিনা নজরে রেখেছে তদন্তকারীরা।

স্বাস্থ্য প্রকল্পে চিকিৎসা না দিয়ে অতিরিক্ত বিল, মণিপাল হাসপাতালকে দোষী সাব্যস্ত করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন বৃহস্পতিবার মুকুন্দপুরের মণিপাল হাসপাতালকে দোষী সাব্যস্ত করল। রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের রোগীকে পরিষেবা না দিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল।

কমিশনের নির্দেশ, রোগীকে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা করাতে হবে এবং নির্ধারিত রেট অনুযায়ী হাসপাতাল পাবে সর্বোচ্চ ৩৭,০০০ টাকা। ঘটনার সূত্রপাত, কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক, বিশ্বজিৎ ঘোষালের ছেলের চিকিৎসাকে ঘিরে। ছেলের হাত ভেঙে যাওয়ায় তিনি মুকুন্দপুরের মণিপাল হাসপাতালে নিয়ে যান। ওপিডি-তে তাঁকে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের রোগী হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে, হাসপাতাল সেই অপারেশন রাজ্য প্রকল্পে করতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। রোগীর বাবাকে বলা হয়, অপারেশনের প্যাকেজ খরচ ৯০,০০০ টাকা। কিন্তু শেষপর্যন্ত হাসপাতাল বিল করে ১,৩৭,০০০ টাকা; যা প্যাকেজের থেকেও অনেক বেশি।

কমিশনের শুনানিতে বিষয়টি 'চূড়ান্ত অনৈতিক' বলে উল্লেখ করা হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপারেশনকারী চিকিৎসক একজন 'ভিজিটিং ডাক্তার', তাই হাসপাতাল দায়ী নয়। কিন্তু এই যুক্তি মানেনি কমিশন। শুনানিতে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্প দপ্তরের এক আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন।

কমিশন স্পষ্ট জানায়, হাসপাতালকে নির্ধারিত রেট চার্ট অনুযায়ী মাত্র ৩৭,০০০ টাকাই দেওয়া হবে এবং তার বেশি যে টাকা আদায় করা হয়েছে, তা রোগীর পরিবারকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

হাসপাতালকে অবিলম্বে অপারেশন থিয়েটারের নোট এবং ডিসচার্জ সামারি রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্প সেলে জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন।

শিয়ালদহ-দমদম শাখায় সেতুর গার্ডার মেরামতি, আজ ও রবিবার বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ-দমদম শাখায় সেতুর গার্ডার মেরামতির জেরে, আজ কাল একাধিক ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। একইভাবে ও রুট পরিবর্তন হয়েছে অনেক লোকাল ট্রেনের। পূর্ব রেল সূত্রে জানান হয়েছে শিয়ালদহ-দমদম শাখার সেতু সংস্কারের কাজের জন্য শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ২৯ জুন রবিবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে।

আজ বাতিল থাকবে

শিয়ালদহ-নৈহাটি রুটে আপ ও ডাউন রুটে ৮ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-রানাঘাট রুটে ৬ টি লোকাল।
বিধাননগর-ব্যারাকপুর রুটে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর রুটে আপ ও ডাউনে ১টি লোকাল।
ব্যারাকপুর-শিয়ালদহ রুটে ডাউনে ১ টি লোকাল। দমদম-ব্যারাকপুর রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
দমদম-গোবরডাঙা রুটে আপে ১ টি লোকাল। শিয়ালদহ-বনগাঁ রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-হাসনাবাদ রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-শান্তিপুর রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-গোবরডাঙ্গা রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি রুটে ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-বারাসাত রুটে আপ ও ডাউনে ২ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-দত্তপুকুর রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
এছাড়া ৩৩২৮২ ডাউন হাসনাবাদ-দমদম লোকাল এখন সোজা শিয়ালদহ পর্যন্ত যাবে।
একটি বিশেষ ট্রেন শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে দমদম-গোবরডাঙ্গা রুটে চলবে।

২৯ জুন ২০২৫ (রবিবার)

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি রুটে আপ ও ডাউনে ২ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-গেদে রুটে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-বনগাঁ রুটে ২ টি লোকাল। শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত রুটে আপ ও ডাউনে ৩ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-শান্তিপুর রুটে আপে ১ টি ও ডাউনে ২ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-নৈহাটি রুটে আপে ২ টি ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-হাবড়া রুটে আপ ও ডাউনে ১ টি লোকাল।
শিয়ালদহ-হাসনাবাদ রুটে ১ টি লোকাল।

তৃণমূল ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার, আক্রমণ বিজেপির

■ প্রথম পাতার পর

করেছেন তৃণাঙ্কুর।

এই ঘটনায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কলেজ ক্যাম্পাসের মতো পবিত্র স্থানে এমন জঘন্যতা শুধুমাত্র একটি অপরাধ নয়, এটা আমাদের সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক। তৃণমূল ছাত্র নেতারা বারবার তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছে।'

তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের রাজনৈতিক পরিচয় না-দেখে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা বাড়ানোরও দাবি তোলেন।

বিশ্ব এমএসএমই দিবস উপলক্ষে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব এমএসএমই দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কলকাতার এক হোটেলে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এমএসএমই কনফারেন্স ২০২৫। আলোচনায় উঠে এল রাজ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্পের (এমএসএমই) সম্ভাবনার পাশাপাশি নথিভুক্তির অভাব, লোকবলের ঘাটতি ও ঋণ বঞ্চনার বাস্তব চিত্র।

সম্প্রতি তিনদিনব্যাপী আলতামিরা আর্টশপে হয়ে গেল অনুময় ভৌমিকের তৃতীয় একক চিত্র প্রদর্শনী 'প্রকৃতি'। বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা ১৬ টি চিত্র সম্বলিত এই প্রদর্শনী প্রকৃতিকে বাঁচানোর এক কাতর আহ্বান বলে মনে হয়। শিল্পীর কথায় আধুনিক নগরায়ন সবুজায়নের ধ্বংসের প্রতীক না হয়। শিল্পীর আঁকা তালগাছ আর রাঙামাটির পথে হারিয়ে যেতে মন চায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুব্রত দাস, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ইন্দ্রজিৎ বেরা ও শিপ্রা পাল বেরা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রিন্ট মেকার বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক ও চিত্রশিল্পী দীননাথ সাহা এবং চিত্রশিল্পী ও কিউরেটর রঞ্জনা চ্যাটার্জী।

হাওড়া সিটিজেন্স ফোরাম ও হাওড়া বঙ্কিমমেলা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বন্দেমাতরম মন্ত্রের স্রষ্টা সাহিত্যিক সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭ তম জন্মদিন পালিত হল। অনুষ্ঠানটি হয় মধ্য হাওড়া পঞ্চানন রোডের বঙ্কিম উদ্যানে। এদিন সাহিত্য সম্রাটকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাক্তার সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়া সিটিজেন্স ফোরামের সম্পাদক শৈবাল বসু সহ অন্যান্যরা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৮ জুন ২০২৫, ১৩ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

জগতের নাথের বন্দনায় মহানগর...

কলকাতা ইসকন আয়োজিত রথযাত্রার রশিতে টান দিলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্যামবাজারে হাতে টানা রিকশায় রথযাত্রা উদযাপন।

রথযাত্রা উপলক্ষে দীক্ষামঞ্জরী ডান্স গ্রুপের নৃত্য প্রদর্শন। ছবি- অদিতি সাহা

কসবা ধর্ষণ-কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র অভিষেকের ঘনিষ্ঠ!

আর কত শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে তৃণমূল? প্রশ্ন অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার কসবার ল'কলেজে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র আলোড়নের মাঝে এবার তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা মনোজিৎ মিশ্রকে 'নিচুতলার কর্মী' বলে দাবি করে আসলে দলের মুখ রক্ষার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এ প্রসঙ্গে অর্জুন সিং কটাক্ষ করে বলেন, আমার প্রশ্ন, যেখানে তৃণমূলের বিধায়ক বা সাংসদরাও সহজে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান না, সেখানে এই মনোজিৎ মিশ্র কীভাবে এত সহজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করল? ওর কী এমন পরিচয়?

তিনি বলেন, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এখন বলছেন, মনোজিৎ মিশ্র নিচুতলার কর্মী! তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর একাধিক ছবি কীভাবে আসে? এগুলো কি পুরনো নাটক না কি নতুন পাতানো গল্প? আসলে আর কত শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে তৃণমূল, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

রাজ্যে থ্রেট কালচারের দাপাদাপি অব্যাহত

কসবা-কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া অভয়ার মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতার কসবায় আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় এবার মুখ খুললেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা। এই ঘটনায় রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকেও একযোগে নিশানা করেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার মা দাবি করলেন, রাজ্যে থ্রেট কালচারের দাপাদাপি অব্যাহত রয়েছে। থ্রেট কালচার থ্রেট কালচারের ঢঙেই চলছে। এদিন তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনা ঘটছে না। ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে। আরজি করের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতবড় ঘটনা ঘটেছিল। এত প্রতিবাদ, আন্দোলন হল। তবুও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যারা এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। তাঁর সংযোজন, প্রায় এক বছর হতে চলল সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হল। এখনও আসল অপরাধীরা ধরা পড়ল না। সরকারি মদতে ওরা লুকিয়ে আছে। নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, মানুষকে নিজেদের বুঝে নিতে হবে। কারণ, সরকার কিছু দেখবে না। আসলে ক্ষমতা ও টাকার অপব্যবহার এত বেড়ে গেছে, সেই কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। তার অভিযোগ, সরকারের গাফিলতি সর্বত্র রয়েছে। সরকার কোনও নজর দেয় না। তারা অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়, এটাই তার প্রমাণ। আরজি কর ইস্যুতে তাঁর প্রতিক্রিয়া, পুলিশ প্রথম থেকেই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাছাড়া আরজি করের ঘটনা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন, তবে দেখা যাক শেষমেশ কি হয়।

পুরুষদের দায়িত্ব নারীদের রক্ষা করা, কসবা ধর্ষণের ঘটনায় মন্তব্য কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। মূল অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় চরম অস্বস্তিতে বাংলার শাসক দল। মূল অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্রের ফেসবুক প্রোফাইলে লেখা রয়েছে 'সাংগঠনিক সম্পাদক, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ'। এছাড়াও একসময় কলেজের টিএমসিপি ইউনিটের 'প্রেসিডেন্ট'-এর পদেও ছিল সে। তার প্রোফাইল জুড়ে রয়েছে বহু টিএমসি নেতা, বিভিন্ন দলীয় অনুষ্ঠান, সমাজসেবার ছবি।

তবে এই ঘটনার সময় কলেজের নিরাপত্তা রক্ষীরা কোথায় ছিলেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি তিনি এও জানিয়ে দিলেন যে, 'কলেজে কলেজে পুলিশ বসানো সম্ভব নয়।' পুরুষদের দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'নারীদের রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষ সহকর্মীদেরই। কলেজে কলেজে পুলিশ বসানো যায় না। কিছু বিকৃত মনের লোক এই ধরনের অপরাধ করে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেন,

'মেয়েদেরও উচিত এই ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।' তবে এও বলেন যে, 'তাঁরা কাদের সঙ্গে ঘুরছেন, সেই বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিত।' এরই পাশাপাশি এই ঘটনায় খুঁটিয়ে তদন্তের দাবি জানান কল্যাণ। সঙ্গে এও বলেন, 'সরকারি কলেজ হলেও, কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনও গাফিলতি থাকলে সেটাও খতিয়ে দেখা উচিত।' সূত্র অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যায় কসবার আইন কলেজে নির্যাতিতা ছাত্রী প্রথমে ইউনিয়ন রুমের পাশে থাকা একটি বাথরুমে যান। সেখানেই প্রথম হামলা চালানো হয় তাঁর উপর। পরে তাঁকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। মনোজিত ছাড়াও অভিযুক্তদের মধ্যে বাকি দু'জন হলেন জায়েব আহমেদ ও প্রমিত মুখোপাধ্যায়। মনোজিত এই কলেজের প্রাক্তনী। তবে সে নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করত। কলেজ পরিচালন কমিটির সুপারিশে তাঁকে অস্থায়ী কর্মী হিসাবেও নিয়োগ করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে কলেজে অত্যন্ত পরিচিত মুখ এই মনোজিত। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে কসবা থানার পুলিশ। তালবাগান ক্রসিং থেকে দু'জনকে এবং একজনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে ফরেন্সিক টিমও। ঘটনাস্থল কর্ডন করে দেওয়া হয়েছে। সংগ্রহ করা হয় নমুনা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মোবাইলের লোকেশন ডেটা ও কল রেকর্ড বিশ্লেষণ করা হবে। ঘটনার সময় কলেজে কারা ছিলেন, নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা ছিলেন; এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। কসবা থানার তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কলকাতা-দিল্লি উড়ানে মৃত্যু মহিলা যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝ আকাশে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা যাত্রী। দ্রুত বিমান ঘুরিয়ে আনা হয় দমদম বিমানবন্দরে। জরুরি অবতরণ করানো হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই মহিলা যাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। মৃতার নাম রাজবীর কৌর ভিন্দর (৫৪)। তিনি পঞ্জাবের ফরিদকোটের বাসিন্দা।

দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৮৬ বিমান কানাডার ভ্যাঙ্কুভার থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লি যাচ্ছিল। এর মাঝে জ্বালানি ভর্তি করতে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল আন্তর্জাতিক এই বিমানটি। জ্বালানি ভরার পর বিমানটি উড়তেই মাঝ আকাশে বিপত্তি। আচমকা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ওই মহিলা যাত্রী। সময় নষ্ট না করে কেবিন ক্রু সঙ্গে সঙ্গে পাইলটকে জানান। পাইলট কলকাতার এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জরুরি অবতরণের অনুমতি চায়। বিমান ঘুরিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করা হয়।

বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরের অবতরণ করতেই, রাত ৮টা নাগাদ তড়িঘড়ি চিকিৎসকরা মহিলা যাত্রীকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে ভিআইপি রোডের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে লাভ কিছু হয়নি। তার আগেই মারা যান রাজবীর কৌর ভিন্দর।

নৈহাটিতে স্ত্রীকে মারধর করে শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে মারধর করে দেড় বছরের পুত্র সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্যাটারসন রোডে। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে স্ত্রী পিঙ্কি পাসি যাদব নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, নানাবিধ কারণে নিত্যদিন দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিন বছর ধরে পিঙ্কি পাসি পুত্র সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকেন। এমনকী সন্তান কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। আক্রান্ত পিঙ্কির দাদা ভোলা পাসির অভিযোগ, গত ২৬ জুন রাতে ভগ্নিপতি শঙ্কর যাদব সশস্ত্র অবস্থায় দলবল নিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দেয়। বোনকে মারধর করে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। বাধা দিতে গেলে ওরা বাবা-সহ তাকেও মারধর করে। হামলায় বোনের মাথা ফেটে গেছে। বোন এখন নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভোলার আরও অভিযোগ, পুলিশ তাদের সহযোগিতা করছে না। থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগও নেয়নি। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর সুশান্ত দে সরকার বলেন, এই ধরনের ঘটনা তাঁর জানা নেই। তবে শঙ্কর যাদব তাঁর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিন বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছে। এটাও জানি। যদিও তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে বাচ্চা কার কাছে থাকবে, সেটা আদালতই ঠিক করবে। তবুও মারধরের বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।

সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ: লিখিত রিপোর্ট তলব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র ও দুই বর্তমান ছাত্রের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ। কলেজ ক্যাম্পাসের গার্ডরুমে ভয়ঙ্কর এমন অভিযোগ এনেছেন ওই কলেজেরই এক ছাত্রী। গোটা ঘটনায় এবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট চাইল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্রের খবর, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগামী মঙ্গলবার ওই কলেজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শনকারী দল পাঠানো হবে। বর্তমানে সেই কলেজে কোনও ইউনিয়ন নেই। তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন রুম কি করে খোলা থাকছে কলেজ ক্যাম্পাসে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে যে ইউনিয়ন রুমগুলি আছে তা পুরোপুরি ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তাহলে কলেজগুলি কেন তা পারছে না তা নিয়েও।

সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের সামনে বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতা ল'কলেজে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় কলেজে সামনে বিক্ষোভ দেখাল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং মহিলা সমিতির কর্মীরা। বিক্ষোভে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহাকে। শুক্রবার এই ল'কলেজের গেটে উঠে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র, যুব, মহিলা কর্মীরাও। কলেজের গেট টোপকে কলেজের ভিতরে গিয়ে টিএমসিপি পতাকা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি খুলে দেন বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনায় যেই তিনজন অভিযুক্ত -সহ মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূলের কর্মী। কলেজের একাধিক জায়গায় লেখা নজরে আসে 'মনোজিৎ মিশ্র আমাদের দাদা'। এরপরই কসবা থানার সামনেও দেখানো হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই কর্মীদের ওপর বিক্ষোভ চলাকালীন লাঠিচার্জ করায়। লাঠির আঘাতে একাধিক ছাত্র, যুব এবং মহিলা কর্মীরা আহত হয়েছেন বলে সূত্রে খবর। সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এই বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে কসবা থানায়। বাকিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে লালবাজারের উদ্দেশ্যে।

পিঠের চামড়া গুটিয়ে নেওয়া উচিত, কসবা-কাণ্ডে বক্তব্য কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা ল'কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি তুললেন খোদ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, দোষীদের মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া উচিত। এর পাশাপাশি গণধর্ষণের ঘটনায় বিরোধীরা রাজনীতি করলে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা যায় তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'কসবার ধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। এসব জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ এদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করুক। সিপিএম জমানায় এসব বহু হয়েছে, বা বিজেপির রাজ্যে এসব হয় বলে আমরা কোনো অন্যায় বরদাস্ত করতে রাজি নই। বিরোধীদের এসব নিয়ে বলার নৈতিক অধিকার নেই। ওরা এসব পাপে ডুবে। কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত সতর্কতা দরকার। এইসব ছেলে কখন কোন সময় কিছুকালের জন্য দলের কাছাকাছি এসে তারপর নিজেদের মতো চলবে, সমাজটাকে কলঙ্কিত করবে, এতে সকলের সতর্কতা দরকার। তৃণমূল কংগ্রেস এইসব বাঁদরামি বরদাস্ত করবে না। যে মেয়েটির সঙ্গে এসব হয়েছে, তার ও তার পরিবারের কাছে এক নাগরিক হিসেবে দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে বিরোধীরা এনিয়ে রাজনীতি করতে এলে সমুচিত জবাব পাবে।'

নিম্নচাপের জেরে সপ্তাহের শেষে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার আকাশে ফের দুর্যোগের ঘনঘটা। নিম্নচাপের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উপকূলবর্তী বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৯ জুন, রবিবার একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে শনি ও রবিবার প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

এছাড়াও দক্ষিণ পশ্চিম রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। যা পূর্ব রাজস্থান, উত্তর মধ্যপ্রদেশ, উত্তর ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েছে বিস্তৃত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উচ্চতায় দক্ষিণ অভিমুখে রয়েছে এই নিম্নচাপ বলয়। এর প্রভাব পড়বে উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। আগামী কয়েক দিন এর জেরে টানা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়াও।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা রাজ্যেই আপাতত বর্ষা অত্যন্ত সক্রিয়। অন্যদিকে সমুদ্রে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সব জেলাতে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই। কলকাতায় শুক্রবার রথের দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। এদিকে শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তিও ছিল সমানভাবে। বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি যেমন মিলেছে তেমনই বৃষ্টি না হল ঘাম হয়ে কষ্ট পেয়েছে কলকাতাবাসী। পাশাপাশি আলিপু আবহাওযা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতায় শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১ থেকে ৯৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৮.৯ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

একদিকে দুর্নীতি, অন্য দিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ কর্নাটকের মসনদে কংগ্রেস আর কতদিন?

একদিকে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অন্যদিকে দুর্নীতির পাহাড়। দুয়ে মিলে প্রশ্নের মুখে কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার। টলমল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার গদি। ক'দিন চলবে সরকার, সন্দিহান খোদ দলীয় নেতৃত্ব। গত প্রায় দু'বছরে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে বেসামাল কর্নাটক কংগ্রেস। অভিযোগ রয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও। এমন অবস্থায় অবশেষে ঘুম ভেঙেছে কংগ্রেস হাইকমান্ডের। এখন চলছে মুখরক্ষার পালা। তা কীভাবে হবে তা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। শোনা যাচ্ছে, সিদ্দারামাইয়াকে তিন মাসের ডেডলাইন দিয়েছে হাইকমান্ড। এই সময়সীমার মধ্যে তাঁকে সব দুর্নীতির তদন্ত শেষ করতে হবে। রাজনৈতিকমহল মনে করছে, এটা আসলে সিদ্দারামাইয়ার বিদায়ঘন্টা। তাঁকে সরতেই হবে। এভাবেই তাঁকে বার্তা দিয়ে রাখল হাইকমান্ড। সেটা কতটা জল্পনা এটা জানতে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে কর্নাটকবাসীকে। কিন্তু সরকার নিয়ে টালবাহানা খুব ভালো চোখে দেখছে না কন্নড় জনতা। রাজনীতির কারবারিরা অবশ্য গোটা ঘটনাকে সাজানো চিত্রনাট্য বলেই মনে করছেন। তাঁদের ইঙ্গিত সিদ্দারামাইয়ার ডেপুটি ডিকে শিবকুমারের দিকে। অনেকের ধারনা নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন শিবকুমার। সবটাই গদি দখলের ছক। দু'বছর আগে বিপুল জন সমর্থন নিয়ে কর্নাটকে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। প্রথম দিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার নিয়ে সিদ্দারামাইয়া ও ডি কে শিবকুমারের লড়াই। শেষ পর্যন্ত শিকে ছেঁড়ে সিদ্দারামাইয়ার। কিন্তু সকলেই একবাক্যে মেনে নেন, ক্ষমতায় ফেরার পিছনে শিবকুমারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরেও চেয়ারে বসানো হয় সিদ্দারামাইয়াকে। মুখ বন্ধ রেখে তলায় তলায় কলকাঠি নাড়ছিলেন তিনিই। এখন পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে খোদ কংগ্রেসেরই একাধিক বিধায়ক সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রকাশ্যে সোচ্চার হচ্ছেন। এ অবস্থায় একটা সরকার কীভাবে চলবে, সেটাই প্রশ্ন। জনতা দল এসের সঙ্গে এর আগে জোট করেও সরকার চালাতে পারেনি কংগ্রেস। এবার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়েও ফের টলমল। এই দলকে আর সুযোগ দেবে কর্নাটকবাসী, প্রশ্ন এখন সেটাই।

শব্দবাণ-৩১৪

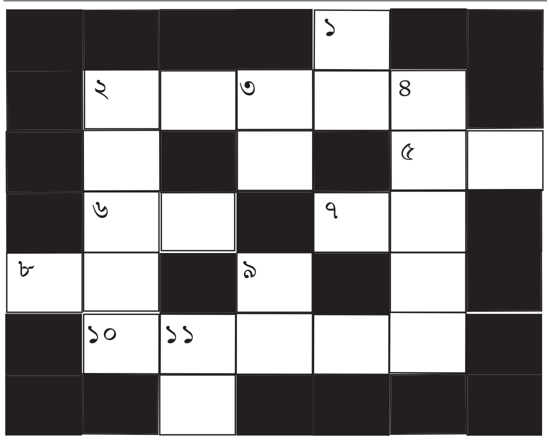

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. প্রবেশিকা পরীক্ষা ৫. মালা ৬. মনোহর, সুন্দর ৭. মৃতদেহ ৮. গুচ্ছ, বর্গ ১০. মিলন বা মিশ্রণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্থান, জায়গা ২. আনুক্রমিকভাবে ৩. শহরের বড়ো রাস্তায় লোহার লাইনের উপর দিয়ে চালিত ও বিদ্যুৎবাহী যানবিশেষ ৪. পাশাপাশি থাকা ৯. প্রকার, রকম ১১. সাপ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৩

পাশাপাশি: ১. ফ্যাসাদ ৩. ভাংরা ৫. সেবন ৬. টাকর ৭. নৈষ্ঠিক ৯. আদেশ ১১. চণক ১২. মন্দির।

উপর-নীচ: ১. ফ্যাসাদ ২. দরুন ৩. ভাংটা ৪. রাজার ৭. নৈবচ ৮. কনক ৯. আলিম ১০. শরীর।

জন্মদিন

আজকের দিন

পিভি নরসিংহ রাও

১৯২১ *প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট শুটার যশপাল রানার জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহিত শর্মার জন্মদিন।*

ইসলামিক ব্রাদারহুড এক আক্ষেপভরা নাম

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ন্যায়ের বা অন্যায়ের তর্ক না। কথা বলব হতে পারে কি পারেনা-র তর্ক, সম্ভাবনা নিয়ে। কথা বলব এক বৈঠকের। ফিলাডেলফিয়া ১৯৯৩ বৈঠক। সময় খানিক তাকে মনে রাখেনি। মনে না রাখার সব দায়িত্ব পালন করেছে আমেরিকা। ওই বৈঠক এক সময় সূচক কারণ তার কিছু আগেই আগস্টে হয়েছিল ওসলো শান্তি চুক্তি। যে শান্তি চুক্তিতে সেদিন হাত মিলিয়েছিল ফিলিস্তিন নেতা জনক ইয়াসির আরাফত এবং ইসরাইল প্রধান আইজাক রবিন । ব্যাস খেলা গেল ঘুরে। কারণ তার পূর্বে আমেরিকার বুকেই থাকছিল হামাস! কি শুনছি? ঠিকই শুনছি । কারণ তখনও পর্যন্ত আমেরিকা হামাস-কে টেররিস্ট ঘোষণা করেনি। ওসলো শান্তি চুক্তিই হল যত অশান্তির কারণ। এফ বি আই- নড়ে বসল। এবার কী হবে? নেতারা না হয় শান্তির স্বাক্ষর করল, করমর্দন করল। দু-দেশের মানুষ তো আর মানবে না। মানবে না আমেরিকার গোয়েন্দা রিপোর্ট, তারা বলল- আমেরিকার ওপর প্রভাব আসতে পারে। কারণ হামাস অর্গানাইজেশন তাদের দেশেই বসে আসে। তাড়া আসল এখুনি বিশেষ বৈঠক হোক। হল ; ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দর নিকটবর্তী মেরিয়ট হোটেলের রুদ্ধ কক্ষে। আশ্চর্য কথা, সেই বৈঠকে ২৪ জন হামাস নেতা ছিল। সব গন্ডগোল হচ্ছে, হিসেব গড়মিলে হাঁটছে। তার কিছু পূর্বেই যে মুসলিম ব্রাদারহুড আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেদিনও যে নড়বড়ে দশা হয়েছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের আজকেও আরো একবার তার দ্বিগুণ নড়বড়ে হাল হল ব্রাদারহুডের। ঠিক সেদিন ইজরাইল ফিলিস্তিন নেতার শান্তি চুক্তি যেমন ধাক্কা দিয়েছিল ব্রাদারহুডে, আজকেও ব্রাদারহুড কুপোকাত হল কারণ ইরান আক্রমন করল কাতারে, সৌদি আরবে। সেখানে আমেরিকার সেনা ঘাঁটি আছে তাই আক্রমন। অতএব মুসলিম ব্রাদারহুড ইন দ্য বিগ মুশকিল। আমেরিকার নেশা শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কারণ ইতিহাস ঘাঁটলেই তাদের নৈতিক ঘোঁট ধরা পড়বে। সেদিন আমেরিকার বুকে ফুলে ফেঁপে ওঠা ওই হামাস (যাদের আজ নির্লজ্জ সন্ত্রাসী বলা হয়) তারাই ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রচারক। ১৯৬০ নাগাদ, গাজা স্ট্রিপ এবং পশ্চিম ঘাটের একদল ফিলিস্তিনি গেল আমেরিকায়। তারা তখনও রিফিউজি। তারপর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে আত্মপ্রকাশ। ১৯৮৭ তে নেটওয়ার্ক অনেক জোরদা। মুসলিম ব্রাদারহুড তখন জন সমক্ষে বলছে আমরা নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম সংহতি চাই। প্রপাগেন্ডা পলিটিক্স দেখল ডালাস, টেক্সাস, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া। আমেরিকা তখন আর কী করবে! না যায় গেলা না যায় ফেলা দশা। অতএব, হামাস এবং মুসলিম ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন তৈরি লালন বৃদ্ধি রসদ সব এল সেদিন আমেরিকার থেকেই। মুসলিম ব্রাদারহুড ১৯৯২ তে আমেরিকায় বসেই তাদের কমিটির দর্শন সংবিধান ঘোষণা করল- Palestine is the one for which Muslim Brotherhood prepare armieséôé made up from the children of Islam in the Arab and Islamic nations to liberate its land from the abomination and the defilement of the children of the Jews and they watered its pure soil with their honorable blood which sprouted into a jihad that is continuing until the Day of Resurrection and provided a zeal without retenting making the slogan of its childrenéôé it is a jihad for victory or martyrdom...

সেদিন মুসলিম ব্রাদারহুড সংগঠন সমর্থন পেয়েছিল আমেরিকার বুকেই তৈরি হওয়া আরো কিছু সিস্টার অর্গানাইজেশনের- যেমন- ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন ফর ফিলিস্তিন, দ্য অকুপাইয়েড ল্যান্ড ফার্ম, দ্য ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ। আমেরিকা ছিল তাই হামাস নেতা আবু মারজুক শিকাগোতে বিরাট হামাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। ওই লোকটাই মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্য অন্তত পক্ষে ১৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের তহবিল বানায়। ফলে, মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে এখন যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশী বকবক করে- তখন বলতে হয় চোরের মায়ের বড় গলা। ইসলামিক ব্রাদারহুড তৈরির জন্য সেদিন যারাই সমর্থন করেছিল তারাই হয়ে উঠল কাইন্ড লিডার। কারণ আমেরিকা দিচ্ছিল সেই সংশাপত্র। এত কিছুর পর যদি আচমকাই ফিলিস্তিন ইজরাইল রাষ্ট্র প্রধান শান্তি চুক্তি করে, তা তো আমেরিকার লজ্জা। ইসলামিক ব্রাদারহুডের নৈতিক পরাজয়। শান্তি যে আসবে না তা ঢের জানত দুই রাষ্ট্র প্রধান। পৃথিবীর অধিকাংশ শান্তি চুক্তি হয়, কারণ অশান্তিটা কবে থামবে আদৌ থামবে কিনা তা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে বলেই। মানুষকে জনগনকে একটু ঠান্ডা করার সাময়িক দাওয়াই। অতএব এত চেষ্টার পরেও সেদিনও ইসলামিক ব্রাদারহুড ঠিক যেন ম্যাচিওর করছিল না। আজকে যখন সংবাদ আসছে আমেরিকার সেনা ঘাঁটি আছে তাই ইরান আক্রমন করছে সৌদি তে। তখন আবারও মনে হচ্ছে, যে ফিলিস্তিন তৈরিই হয় নৃশংস ইহুদীদের হত্যায় তারা আর যাই হোক কারোর সাথেই ব্রাদারহুডের সম্পর্ক রাখত পারবে না। ইসলামিক রাষ্ট্র গুলি প্রতি নিয়ত নিজের নিজের পররাষ্ট্র ফর্মূলা প্রসেস বদলাচ্ছে। সেদিন ফিলিস্তিন গঠন কালে ইসলামিক সমাজ খাতায় কলমে ভেবেছিল একটা ব্রাদারহুড তৈরি হবে, সবাই হাত ধরাধরি করে চলবে। কিন্ত, হাইপোথিসিস শুনতেই বেশ। বাস্তবে তার বারবার পরাজয়। বাস্তবে সে সোনার পাথরবাটি। আবার, আজকের ছবিটা দেখি। ১৯ শে জুন ইরান জুড়ে মুসলিম ব্রাদারহুড পথযাত্রা প্রদর্শন করল। মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক নীতিগত নাম যে ওটা। ইরান ইজরাইল সংঘর্ষ সত্যিই অমানবিক, ভয়ানক, মানবতা বিরোধী। ইরান নিষিদ্ধ নিষ্ঠুরতা করেছে একাধিকবার ইজরাইলের বিরুদ্ধে। ইজরাইল গুপ্তচর সন্দেহে পর্যন্ত ইহুদীকে ফাঁসি দিয়েছে খোলা বাজারে।

বর্তমানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লা খামেইনিকে ইসলামিক ব্রাদারহুডের নেতা শাহ আবদল হক চিঠিতে জানান- পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ইরানের জন্য। এমনকি এই প্রসঙ্গে ইজরাইলের ফিলিস্তিন আক্রমণেরও তীব্র নিন্দার সুযোগ ছাড়েনি। চিঠিতে উল্লেখ ছিল- We are one nation – in the religious spiritual civilisation and geopolitical sense alike... বলেন our primary weapon is the unity of the Islamic Ummah- ঠিক তারপরই, কাকতালীয় বা উদ্দেশ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান যুদ্ধে নাক গলালো। ব্যাস ইরান গেল বিগড়ে। এইতো ২০২৩ শে চিনের হস্তক্ষেপে ইরান সৌদি সৌহার্য গড়েছিল। এই বছরের এপ্রিলে সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খালিদ বিন সলমন তেহরান সফর করেন । খামেইনির সাথেও বৈঠক হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং তৃতীয় পক্ষের উঁকি ঝুঁকি প্রভাব মুক্ত ইরান- সৌদি সম্পর্ক মজবুত করাই মূল লক্ষ্য। খামেইনি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেই ফেললেন- ইসলামিক রিপাবলিক আরো পরিবর্ধিত হোক। আবার গেল বন্ধুত্ব তিক্ত হয়ে। মধ্য প্রাচ্যের দর্শন মধ্যমনি ইসলামিক ব্রাদারহুড যেন কিছুতেই তার ইউটোপিক জগত থেকে মুক্তি পেয়ে বাস্তব রূপে দেখাতে পারছে না, বলতে পারছে না- দেখো সারাবিশ্ব জেহাদে আমরা এক সুরে গাই এবং ব্রাদারহুডেও আমরা সবাই এক পন্থী। ইরান আক্রমন করছে সৌদি আরবে। ব্রাদারহুড নেতারা এখন ঘাপটি মেরে থাকবে। দোষের ভাগীদার করবে আমেরিকা এবং ইজরাইলকে। কিন্ত এটা বলবে না ব্রাদারহুড আগেই দূরত্ব তৈরি করেছিল তেহরানের সাথে। টিউনিশিয়া ইজিপ্ট মরক্কোতে ইরান সম্বন্ধে বহু সন্দেহ। তেহরান বিগতদিনে সিরিয়াতে সংঘাত তৈরি করেছে। ইরাকে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ হয়েছে ইরানের জন্য। অর্থাত ইসলামিক ব্রাদারহুড কার্যকর কেবলমাত্রই ইজরাইল প্রসঙ্গে। ইসলামিক ব্রাদারহুড তাদের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রচারে সমাজ মাধ্যমে বলে আমরা ইহুদীদের নিকেশ করব। কিন্ত এটা উল্লেখ করেনা আমরা নিজেরা লড়ব না। নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ধ্বংস বর্বরতা পরিত্যাগ করব। মরক্কো ইরান সম্পর্ক মোটেই সুবিধার নয়। তথাপিও মরক্কোর ভূতপূর্ব রাষ্ট্র প্রধান আবুদল্লা বেনকিরানে , যিনি আবার ইসলামিস্ট জাস্টিশ এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলও। ইরান মরক্কো টক ঝাল সম্পর্কের মাঝেই জন সমক্ষে বলেন we support Iran because it is the only one still defending Palestine, একই কথা বললেন টিউনিশিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রফিক আবদেসালেম। অর্থাত আজ যদি তর্কের খাতিরে ভাবি- ইজরাইল নামক ইহুদী রাষ্ট্রটি নেই। তাহলে ইসলামিক ব্রাদারহুড বোধহয় একদিনের জন্যও আর খাতায় কলমেও থাকবে না। ইসলামিক ব্রাদারহুডের নাম উচ্চারণ করছে সব ইসলামিক দেশ কারণ ইজরাইলকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল। ইজরাইলকে আমেরিকাও সমঝে চলে। মধ্য প্রাচ্যের প্রতিটা ইসলামিক দেশ নিমজ্জিত পারস্পরিক সংঘাতে টানাপোড়েনে হিংসায়। ইরানের সৌদি আক্রমন তা আরো একবার প্রাসঙ্গিক করল। প্রতিষ্ঠিত করল ইসলামিক ব্রাদারহুড একটা কাগজের বাঘ। একটা অলীক নাম মাত্র। ইহুদী ইজরাইলের বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন ব্যতীত আর কিছুই না ইসলামিক ব্রাদারহুড। ব্রাদারহুড শব্দে যে রুচি নীতি আছে তার সাথেও অন্যায় হল।

> এইতো ২০২৩ শে চিনের হস্তক্ষেপে ইরান সৌদি সৌহার্য গড়েছিল। এই বছরের এপ্রিলে সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খালিদ বিন সলমন তেহরান সফর করেন । খামেইনির সাথেও বৈঠক হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং তৃতীয় পক্ষের উঁকি ঝুঁকি প্রভাব মুক্ত ইরান- সৌদি সম্পর্ক মজবুত করাই মূল লক্ষ্য। খামেইনি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেই ফেললেন- ইসলামিক রিপাবলিক আরো পরিবর্ধিত হোক। আবার গেল বন্ধুত্ব তিক্ত হয়ে। মধ্য প্রাচ্যের দর্শন মধ্যমনি ইসলামিক ব্রাদারহুড যেন কিছুতেই তার ইউটোপিক জগত থেকে মুক্তি পেয়ে বাস্তব রূপে দেখাতে পারছে না, বলতে পারছে না- দেখো সারাবিশ্ব জেহাদে আমরা এক সুরে গাই এবং ব্রাদারহুডেও আমরা সবাই এক পন্থী। ইরান আক্রমন করছে সৌদি আরবে। ব্রাদারহুড নেতারা এখন ঘাপটি মেরে থাকবে। দোষের ভাগীদার করবে আমেরিকা এবং ইজরাইলকে।

সাহিত্যক্ষেত্রে তরুণদের অভিযান

অনীশ দাস

বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষাটা দিনকে দিন যেন অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে! সমাজের আধুনিকতার স্পর্শে কোথাও যেন গরিমা হারাচ্ছে আমাদের এই সুমিষ্ট ভাষা; ক্রমে বাংলা বিমুখ হচ্ছেন তরুণ প্রজন্ম। বাংলা ভাষার এই ক্রমহ্রাসমান বৈভবের মাঝেও যেন কিছুটা বিপরীতধর্মী দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন একঝাঁক তরুণ। আর সেই তরুণদলের উদ্যোগেই গত ১৫ ই জুন, রবিবার, কালীঘাটের যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল বর্ণময় এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান, ক্ষ্মপহেলা পার্বণক্ষ্ম। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন গপ্পোবাগীশ নামক এক উদীয়মান প্রকাশনীর প্রকাশক বৈদূর্য্য পাড়িয়া। প্রায় চার ঘন্টা ব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানে ভিন্ন স্বাদের নানানরকম বই প্রকাশের মাঝে মাঝেই চলছিল কবিতাপাঠ ও গান। প্রকৃতই, এ যেন এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। সব থেকে আনন্দের বিষয় হল এই যে, প্রকাশক সহ প্রকাশনীটির বেশিরভাগ কর্মকর্তাগণ এখনও তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করেননি। সম্পাদকমণ্ডলীর অঙ্কিতা বণিক, শুভজিৎ মন্ডল, সোহিনী চক্রবর্তী, রঙ্গন ঘটক প্রমুখ নিতান্তই তরুণ ও আধুনিকমনস্ক হলেও বাংলার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা সত্যই প্রশংসনীয়। সম্প্রতি যেভাবে তরুণ প্রজন্ম বাংলা ভাষার প্রতি ঔৎসুক্য হারাচ্ছেন, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তরুণদের এই কর্মকাণ্ড ভাষার প্রতি আমাদেরকে সত্যই আবেগান্বিত করে। এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে বহু নবীন সাহিত্যস্রষ্টা তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে সেদিন ভরভরন্ত ছিল অ্যাকাডেমির হল। বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন সাহিত্যিক ও গবেষক ড. সমুদ্র বসু এবং অর্ঘ্য দীপ্ত কর, উপস্থিত ছিলেন শব্দ প্রকাশনীর প্রকাশক বিকাশ কল্প এবং কবি অশোক মুখোপাধ্যায়। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় প্রায় ২৫ টির অধিক বই। নবীন ও প্রতিভাবানদের সৃষ্টিকে মর্যাদা দেওয়ায় সত্যই এক নজির গড়ল তরুণদের এই আয়োজন। বাংলা ভাষার প্রতি এরূপ ভালোবাসা আট থেকে আশি সবার মধ্যেই অটুট থাকুক, সেই আশা রাখি। নবীন-প্রবীণের যৌথ প্রয়াসে এভাবেই পূর্ণমর্যাদায় ফিরে আসুক আমাদের বাংলা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশের রথ এবার ৬২৯ বছরে পড়ল।

শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে। মৃতের নাম সুলতানা পারভীন ওরফে সাথী। বয়স আনুমানিক ১৯ বছর। শুক্রবার সকালে শ্বশুরবাড়ির সিলিং ফ্যানে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। গলসি থানার পুলিশ খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনা জানাজানি হতেই গ্রামের উত্তেজিত জনতা মৃতার শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

জানা গিয়েছে, গত সাত-আট মাস আগে গলসির কুরমুন গ্রামের বাসিন্দা প্রীতম নন্দীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে গলসির আসকরন গ্রামের সুলতানা পারভীন ওরফে সাথীর। তারা পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। তখন থেকে বেশ কিছুদিন বাড়ি ছাড়া ছিলেন দুই জন। এরপর কয়েকমাস আগে কুরমুন গ্রামে স্বামীর বাড়িতে থাকতে শুরু করেন সুলতানা। তিনি পশ্চিম বর্ধমানের একটি বেসরকারি কলেজের আইনের ছাত্রী ছিলেন। প্রীতম তেমন কিছু করতেন না। সাথী গলসি ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেখ সাবিরউদ্দিন আহম্মেদ-এর বোন বলে জানা গিয়েছে। এরপর কয়েকদিন আগে সুলতানা ফোন করে তার মা মেহেরুন্নেসা বেগমকে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ জানায়। মেয়ের কান্না শুনে মা মেহেরুন্নেসা স্বামীকে নিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁকে আনতে কুরমুনা গ্রামে যান। এরপরই সুলতানা পারভীন তাদের বাড়িতে গেলে ঝামেলা শুরু করে প্রীতমের পরিবারের লোকেরা। তারা সুলতানার মাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি সুলতানাকে আনতে যাওয়া গাড়িতে ভাঙচুর করে প্রীতমের পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। শুক্রবার সকালে বাড়িতে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় সুলতানার দেহ উদ্ধার করে গলসি থানার পুলিশ। ঘটনায় প্রীতম-সহ তার পরিবারের লোকদের আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে দেরিয়াপুরে সাবস্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে দেরিয়াপুরে তৈরি হতে চলেছে সাব স্টেশন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পূর্ব নবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের দেড়িয়াপুর গ্রামে বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে তৈরি হতে চলেছে সাব স্টেশন। স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া এলাকায়। এদিন নারকেল ফাটিয়ে সাব স্টেশন তৈরির কাজের শুভ সূচনা করলেন সোনামুখী স্টেশন ম্যানেজার উত্তম বেড়া, সোনামুখীর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্য দেবাশিস ঘোষ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সোনামুখী ব্লক এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা দীর্ঘদিনের। একটি মাত্র সাবস্টেশন থাকায় গ্রীষ্মকালে সাধারণ মানুষদের ঘন্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং-এর কারণে চরম সমস্যায় সম্মুখীন হতে হতো এলাকাবাসীদের। সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখে এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ৬১ শতক জায়গার ওপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে সাবস্টেশন তৈরি হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনে সাধারণ মানুষদের আর কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না বলেই মনে করছেন সকলে। এখন কত দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে স্থানীয়রা সঠিক পরিষেবা পান সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

সিয়ারশোল রাজবাড়ির পিতলের রথ ঘিরে ভক্তের সমাগম

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

রানিগঞ্জ: এবার কী রানিগঞ্জের সুবিখ্যাত পিতলের রথে কে শেষ দেখা দেখবে এলাকার মানুষ? এবছর এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। কারণ, এবার রথের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আয়োজকরা জানিয়েছেন, দুর্গাপূজার ত্রয়োদশীর দিনে জীর্ণকায় এই পিতলের রথকে নতুন কলেবরে সাজিয়ে তোলা হবে। তবে তার আগে এবার শেষবারের মতো সেই পুরনো রথতে হাজারও ভক্ত দঁড়িতে টান দিয়ে নতুন রাজবাড়ি থেকে পুরনো রাজবাড়িতে নিয়ে গেল। রথ পেতলের রথ তৈরি করান। যে রথের চারপাশে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন দেবদেবী, কৃষ্ণ লীলার নানা কাহিনী মূর্তির আদলে তুলে ধরা আছে। তবে এই রথে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সঙ্গে চূড়ায় অধিষ্ঠিত হন, রাজ পরিবারের কুলো দেবতা, দামোদর চন্দ্র জিউ। আগে এই রথ পুরনো রাজবাড়ি থেকে নতুন রাজবাড়ি নিয়ে আসা হয়। মূলত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ও রথের মধ্যে থাকা মূল্যবান মূর্তি যাতে কেউ চুরি করে না নিয়ে যায়, সেই বিষয়টি নজরে রেখে, বছর ভর খোলা আকাশের নিচে নতুন রাজবাড়ির সামনে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা

টানাকে ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। রানিগঞ্জের দীর্ঘ প্রাচীন এই পিতলের রথে দেখতে, দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষজনের সমাগম ঘটে।

জানা গিয়েছে, এই পেতলের রথ এবার ১০২ তম বছরে পড়ল। প্রাচীনকালে সিয়ারশোল রাজ পরিবারের এই রথ নিয়ে কথিত আছে, ১৯২৩ সালের আগে পর্যন্ত পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের আদলে কাঠের রথ ছিল। সে সময় পুরনো রাজবাড়ি থেকে নতুন রাজবাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো রথ। পরে রথ উৎসব শেষে রাজ পরিবারের একটি হলঘরে রথটিকে রাখা হত। পরবর্তীতে সিয়ারশোল রাজ পরিবারের সেই রথ, কোনও কারণে আগুন লেগে পুড়ে যায়, তারপরই সিয়ারশোলের রাজ পরিবারের সদস্য প্রমথনাথ মালিয়া, কলকাতার চিৎপুরের প্রসাদ চন্দ্র দাস'কে দিয়ে হয় রথটি। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সময়কাল থেকেই এখানেও এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে বসে মেলা। চাষ আবাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পসরা বসে মেলায়। এছাড়াও মহিলাদের বিভিন্ন প্রসাধনের ও সাজগোজের সামগ্রীর দোকান নজর কাড়ে এই মেলায়। আর তার সঙ্গে এবার মেলায় এসেছে বিদেশি পাখি ও বিভিন্ন প্রজাতির কুকুরও। সঙ্গে নাগরদোলা-সহ নানাবিধ খাবার দোকানের স্টল, ভোজন রসিকদের আকর্ষিত করে মেলায়। আগামী দশ দিন ধরে চলবে এই মেলা। এবারও এই রথের মেলাকে কেন্দ্র করে ভক্তের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন রথযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারিও লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জ মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের রানিগঞ্জ স্কোয়ারের মধ্যে অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালের পাশেই একটি নিরাপত্তারক্ষীদের অস্থায়ী ঘর রয়েছে। সেখানে এক নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম কুড়ান গোপ। বয়স ৪৩। তিনি রানিগঞ্জের এগারো গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকর ডাঙার বাসিন্দা। অন্যান্য দিনের মতোই বৃহস্পতিবার নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্বে কাজ করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। ঠিকাদারি সংস্থায় কাজ করা ওই ব্যক্তি রাতে নৈশ পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। শুক্রবার সকালে অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী ঘরে গেলে কুড়ান গোপের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পরে এই বিষয়টি সম্পর্কে সংলগ্ন এলাকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে তারা রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনাটি আত্মহত্যা না অন্য কিছু, তা নিয়ে সন্দিহান পরিবারের সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

Sarenda Pallimongal S.K.U.S. Ltd.
Reg. No. 37 HG, Date : 13.08.1977
Vill.- Sarenda, P.O.- Pachpara, Block-Balagarh, Dist.- Hooghly

সংশোধনী

উপরোক্ত নামাঙ্কিত সমবায় সমিতির প্রকাশিত প্রতিনিধি নির্বাচন বিজ্ঞপ্তিতে **মনোনয়ন বিলির তারিখ** ১৯/০৭/২০২৫ ও ২১/০৬/২০২৫ পরিবর্তে **১৯/০৭/২০২৫ ও ২১/ ০৭/ ২০২৫** হবে এবং **বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ তারিখ** ২৪/০৬/২০২৫ এর পরিবর্তে ২৪/০৭/২০২৫ হবে। বাকি সব অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

স্বা /- অভিজিৎ বিশ্বাস ও সৌভিক নাথ
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
সারেন্দা পল্লীমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কাঁচকুলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ১৫০ এন, তারিখ- ১৫/০৩/১৯৬২, গ্রামঃ- কাঁচকুলি, পোষ্টঃ- ধর্মদা, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া, পিন-৭৪১১৩৮।

স্মারক নং- 01/ELC/KAN-2025 তারিখ- ২৭/০৬/২০২৫, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা **কাঁচকুলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে **২৮-০৬-২০২৫ থেকে ০৮-০৭-২০২৫ পর্যন্ত। সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৪টা** পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য **ইং০৯-০৭-২০২৫ থেকে ১০-০৭-২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টা** পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। **ইং-১২-০৭-২০২৫ বিকেল ৩ টা** মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। **অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, কাঁচকুলি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।**

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স পি এস ট্রেডিং কোং এনএইচ৬ পাকুরিয়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১১৪, কিনলে প্ল্যান্টের নিকট	শ্রী পিনাকি চক্রবর্তী ৫০, চৌধুরী পাড়া, হাওড়া - ৭১১১১৪	শ্রী শুভঙ্কর পোদ্দার ১৪/৩ পি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৮

রেফারেন্স নং SARB/SB/AM/2025-26/194 তারিখ ০৯.০৬.২০২৫

প্রিয় স্যার,

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা : পি এস ট্রেডিং কোং

A/C: Cash Credit-11890815188, FITL-39607307458

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৩.১১.২০২১** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৯.০১.২০২২** তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন ২০ ডেসিমেল, মৌজা : পাকুড়িয়া, জেএল নং ৫৪, খতিয়ান নং ১০৭ (পুরানো) এবং ২৮৯ (নতুন), দাগ নং ৮৯৪ (পুরানো) এবং ৮৮১ (নতুন) মৌজা : পাকুড়িয়া, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, **দলিল নং ২৬১১-২০০০ সালের। সম্পত্তি মেসার্স পি এস ট্রেডিং কোং এর নামে।**

২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন ৯ ডেসিমেল মৌজা : পাকুড়িয়া, জেএল নং ৫৪ খতিয়ান নং ১০৭, (পুরানো) এবং ২৮৯ (নতুন), দাগ নং ৮৯৪ (পুরানো) এবং ৮৮১ (নতুন) মৌজা : পাকুড়িয়া, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, **দলিল নং ৪২০৯-২০০১ সালের। সম্পত্তি মেসার্স পি এস ট্রেডিং কোং এর নামে।**

আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ইন্দাস ভ্যালি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট প্রা. লি. ১১/৩, বিজয়গড়, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩২	ইন্দাস ভ্যালি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট প্রা. লি. ১৩-ডি বৈষ্ণবঘাটা লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৪৭
শ্রী অমিতাভ সেনগুপ্ত ১১/৩, বিজয়গড়, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩২	শ্রী অমিতাভ সেনগুপ্ত ১৩-ডি বৈষ্ণবঘাটা লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৪৭
শ্রীমতী মহুয়া সেনগুপ্ত ১১/৩, বিজয়গড়, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩২	শ্রীমতী মহুয়া সেনগুপ্ত ১৩-ডি বৈষ্ণবঘাটা লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৪৭
মঞ্জুলা সেন নবসারি বাজার, পো. পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫২	মঞ্জুলা সেন স্বামী শ্যামল সেন, ৬/২৬১৩৮ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০০৩২

রেফারেন্স নং SARB/SB/AM/2025-26/182 তারিখ ০৫.০৬.২০২৫

প্রিয় স্যার,

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

এ/সি : ইন্দাস ভ্যালি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট প্রা. লি.

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৫.০৪.২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৮.০৬.২০২৪** তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সমুদয় তিনতলা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬০০ বর্গফুট কমবেশি জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ সহ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৪/১১/৪৫, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, ডাক ঠিকানা : ১১/৩, বিজয়গড় কলোনি, কলকাতা : ৭০০০৩২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৬, থানা : যাদবপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **স্বত্ব দলিল নং ১-০০২৪৪-২০০৭ এবং দান দলিল নং ১-০২৭৩৩-২০০৯ সালের, সম্পত্তি শ্রীমতি মহুয়া সেনগুপ্ত এর নামে।**

আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঁক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India
A Government of India Undertaking
রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **৩০.০৭.২০২৫** তারিখ **@ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।

প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ৩০.০৭.২০২৫, দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ব্যাঙ্কনেট ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ২২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জেমস প্যালেস** **শাখা : দ্বারকা রোড** **সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জমি এবং ভবন, অবস্থিত মৌজা : শীতলা, জেএল নং ২১, লে আউট প্লট নং এ ই-১৩, আরএস প্লট নং ৬৪৮(অংশ) আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, তৌজি নং ১৯ (মানভূম) এবং থানা : আসানসোল উত্তর, এরিয়া : ২ কাঠা ৮ ছটাক। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : লেআউট প্লট নং এ ই/১৪, দক্ষিণে : লেআউট প্লট নং এই/১২, পূর্বে : ৪০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে: লেআউট প্লট নং এই/১০।	ক. ৫২,২৯,০০০.০০ টাকা খ. ৫,২২,৯০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	৪১,৪৩,২৭২.০০ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশো বাহাত্তর টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ওম মার্বেল** **শাখা : পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি :** সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : নন্দ্রা, এলআর খতিয়ান নং ২৮৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৮ এবং ৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫ ৭ ১৮২/১, জমির এরিয়া ১১ শতক, জমির শ্রেণি : বাস্তু, অবস্থিত -বৈকুণ্ঠপুর, থানা : বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : লদী কর্মকারের ভবন, পূর্বে : ২০ ফুট নন্দ্রা গ্রাম সড়ক, পশ্চিমে: সাধন ঘোষের ভবন।	ক. ৪১,৯৮,০০০.০০ টাকা খ. ৪,১৯,৮০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	৪৭,৯৩,৬৩৩.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শো তেত্রিশ টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আর. আর. হার্ডওয়্যার অ্যান্ড পেইন্টস** **শাখা : পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন -শেখ আজিম এর, অবস্থিত জেএল নং ৬৮, খতিয়ান নং ৫৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৩১৫৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১৩৪, মৌজা : রায়ান, দুবরাজদিঘি, ডাঙ্গাপাড়া, সাধনপুর, পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০১, পরিমাণ ৪.৭২ শতক, মূল দান দলিল নং ৬১৪৩-২০১৯ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : দাতার নিজস্ব স্থান, পূর্বে : দাতার নিজস্ব স্থান, পশ্চিমে : শেখ মদম এর সম্পত্তি।	ক. ২৯,৮৬,০০০.০০ টাকা খ. ২,৯৮,৬০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	৪৭,৭৫,৭৮৩.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো তিরাশি টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী রূপা ঘোষ** **শাখা : পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি :** সম্পত্তি স্থিত দোতলা ভবন ফ্ল্যাট টাইপ বসবাসের ভবন একতলায় ৩০৩ বর্গফুট এবং দোতলায় ১৩০৩ বর্গফুট। স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রূপা ঘোষ স্বামী সন্দীপ ঘোষ, মৌজা : বাহিরসর্বমঙ্গলা, জেএল নং ৪, খতিয়ান নং ১৯০৯৬, আরএস প্লট নং ২১১৭/৩২১৮, এলআর প্লট নং ৫৮৯০, ওয়ার্ড নং ০২, হোল্ডিং নং ৩১৯, বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, উল্লেখ্য দলিল নং ১/৭৭২৭ তারিখ ০৮.১১.২০১৭। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রসরাজ খান্ডায়েত এর ভবন, দক্ষিণে : সঞ্জয় মুখার্জি এবং শম্ভু মুখার্জির ভবন, পূর্বে : অশোক মুখার্জির ভবন, পশ্চিমে : সড়ক।	ক. ৩৭,৩৪,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৭৩,৪০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	৯,১৬,৩৬৩.০০ টাকা। (নয় লক্ষ ষোল হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুভাষ মাহাতো** **শাখা : পুরুলিয়া** **সম্পত্তি :** সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন -স্বত্বাধিকারী শ্রী সুভাষ মাহাতো, দলিল নং ১/২৯২০ -২০১৫ সালের, মৌজা : দুলমি, জেএল নং ০৪, আরএস খতিয়ান নং ৭৬, আরএস প্লট নং ৮৮৮ (অংশ)। মোট এরিয়া ৫ কাঠা একতলায় ঢাকা এরিয়া ১৩০৭ বর্গফুট এবং দোতলায় ঢাকা এরিয়া ১১৮৩ বর্গফুট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অমরেশ চক্রবর্তীর ভবন, দক্ষিণে : অশোক মাহাতোর ভবন, পূর্বে : প্রভাত কর এর ভবন এবং প্রবেশ পথ, পশ্চিমে : গোবিন্দ আগরওয়াল এর ভবন, পূর্বে : শ্রী ক্ষুদিরাম কর্মকারের খোলা জমি, পশ্চিমে : মালিকের অন্যান্য প্লটের অ্যাড শেড।	ক. ৫৪,৭৬,০০০.০০ টাকা খ. ৫,৪৭,৬০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	১৬,৮৪,৭১৩.০০ টাকা (ষোল লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশো তেরো টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুব্রত মুখার্জি** **শাখা : পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বর্তমান ভবন দেতলা গুদাম তথা বসবাসের বাণিজ্যিক নিমিত্ত একতলায় এবং বসবাসের দেতলায় শ্রী সুব্রত মুখার্জি, মৌজা : সুসুনা, জেএল নং ১৪, দাগ নং ৭১৭ এবং খতিয়ান নং ৩৭৩, বাঘাসোনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন -মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, জেলা : বর্ধমান। জমির এরিয়া দান দলিল নং ৩২৪৮/২০১০ অনুযায়ী ১০ শতক। চৌহদ্দি : উত্তরে : মোড়াম সড়ক, দক্ষিণে : বর্ধমান থেকে মালডাঙ্গা রোড, পূর্বে : শ্রী ক্ষুদিরাম কর্মকারের ফাঁকা জমি, পশ্চিমে : অ্যাস. শেড মালিকের অন্যান্য প্লট।	ক. ২৯,৮৬,০০০.০০ টাকা খ. ২,৯৮,৬০০.০০ টাকা গ. ৩০.০৭.২০২৫ (বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) ঘ. ২৯.০৭.২০২৫	১১,০৬,৫১০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো দশ টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৯.০৭.২০২৫** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, **অর্থাৎ www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে এমএসটিসি'র কমার্স ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং এমএসটিসি'র ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://baanknet.com** যোগাযোগের মাধ্যমে, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করুন হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

তারিখ: ২৭.০৬.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল
কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল কলকাতা - ৭০০০৭১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী সাহানৈমুল হক, পিতা শ্রী আনোয়ারউল শেখ এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী কমলা খাতুন স্বামী শ্রী সাহানৈমুল হক নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৩৮,২৩,৯২৭.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ তেইশ হাজার নশো সাতাশ টাকা) ০৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া ৩৮,২৩,৯২৭.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ তেইশ হাজার নশো সাতাশ টাকা) ০৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম: জানকীনগর, পো : পলাসী সুগার মিল, থানা : কালিগঞ্জ, খতিয়ান নং ২৭৯, ৬৫৯২, প্লট হাল খতিয়ান নং ২৮৮৫/১০০৯০, মৌজা : পলাসী, জেএল নং ৪, ০.২৫ ডেসিমেল, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৭, দলিল নং ১/১০৫৭০-২০১৫, সম্পত্তি শ্রী সাহানাইমুল হক (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী আনোয়ারউল শেখ এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি :(দলিল নং ১০৫৭০-১৯১৫ অনুযায়ী) : উত্তরে : সেমিউল হকের কৃষি জমি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া মাটির পথ নিজস্ব রাস্তা; **পূর্বে :** সেমিউল হকের কৃষি জমি; **পশ্চিমে :** মাটির পথ।

স্থান - কলকাতা
তারিখ - ২৬.০৬.২০২৫
অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ফর্ম জি
মেসার্স শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি)
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে আয়রণ এবং স্টিল ব্যবসায় নিযুক্ত-
এর আগ্রহ প্রকাশ ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ- সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি) PAN : AAFCG9679M CIN : U70102WB2015PTC206242
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৭, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	প্রযোজ্য নয়
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	সর্বশেষ প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষ মোতাবেক টার্নওভার ৪.১৩ কোটি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) ইউআরএল প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন	আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ইমেল **cirp.sovastores@gmail.com** মারফত
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান নথিতে যোগ্যতার মানদন্ড উল্লেখ আছে যা **cirp.sovastores@gmail.com** মারফত পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৩ জুলাই ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ জুলাই ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ জুলাই ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৭ আগস্ট ২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১২ আগস্ট ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৬.	এক্সপেশন ইন্টারেস্ট দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirp.sovestores@gmail.com**
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	এমএসএমই তে নথিভুক্ত নয়

স্বা/-
তৃপ্তি আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৭৪এ, মানিকতলা মেন রোড, ৯সি একতা রেসিডেন্সি কলকাতা - ৭০০০৫৪ (বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর নিকট)
তারিখ : ২৮ জুন ২০২৫
স্থান : কলকাতা
প্রস্তাব পেশাদার
শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি)

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে
চন্দ্রশ্রী কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-এর
বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	চন্দ্রশ্রী কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	২২.০৭.১৯৮৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা সংযুক্ত/নথিভুক্ত	ভারত সরকার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কোম্পানি রেজিস্ট্রার -পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U72100WB1985PLC277412
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	নথিভুক্ত অফিস ঠিকানা : ৬/১বি, ময়রা স্ট্রিট, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২৭.০৬.২০২৫
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	নাম : মনোজ প্রসাদ শাউ ঠিকানা : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৪র্থ তল, রুম নং ৩৩১ ইমেল ঠিকানা : shawmanoj2003@gmail.com টেলিফোন নং : ০৩৩-৪৬০৩১৫১৭ রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-002/ IP-N01047/2020-2021/13454
৮	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৭.০৭.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে চন্দ্রশ্রী কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ২৭.০৬.২০২৫।

চন্দ্রশ্রী কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড -এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৭.০৭.২০২৫ তারিখের পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
মনোজ প্রসাদ শাউ
লিকুইডেটর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চক্রবেরিয়া শাখা, ৪১/২বি, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.০১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স প্রদীপ্ত মুখার্জি, মাতা শ্রীমতী শ্যামলী মুখার্জি, ঠিকানা ৪সি, ত্রিনেত্র অ্যাপটস. ৬১, ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নাগের বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৩** সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা - **শ্রীমতী শ্যামলী মুখার্জি, স্বামী প্রয়াত ক্যাপ্ট প্রদীপ রঞ্জন মুখার্জি, ঠিকানা - ৪সি, ত্রিনেত্র অ্যাপটস. ৬১, ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নাগের বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৩** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,২৯,১০৬ টাকা (সাত লাখ উনত্রিশ হাজার একশ ছয় টাকা) এডুকেশন লোন সুবিধার জন্য** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ অ্যাকাউন্ট এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ জুন ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৭,২৯,১০৬ টাকা (সাত লাখ উনত্রিশ হাজার একশ ছয় টাকা) এডুকেশন লোন সুবিধার জন্য** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ/অ্যাড/ নং ইত্যাদি	সীমানা	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৪৫১ বর্গফুট এসবিএ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে,(পশ্চিম দিকে), ১ বেডরুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, জি-৪ তলা ভবনে নাম ত্রিনেত্র অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৫৪৪/১২, প্রেমিসেস নং ৬১, সুকুমার ঘোষ রোড, (পুরানো নিমতা রোড), থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৩, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৯ ছটাক ৩৩ বর্গফুট, মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ১৫১৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৩৩, কামারহাটি পুরসভা অধীন, পশ্চিমবঙ্গ।	**উত্তরে :** ২০ সুকুমার ঘোষ রোড (পুরানো নিমতা রোড), **দক্ষিণে :** ৪-৬ ইঞ্চি চওড়া পুরসভা চলার পথ, **পূর্বে :** ৬-৪ ইঞ্চি চওড়া পুরসভা চলার পথ, **পশ্চিমে :** বেনারসী লাল আগরওয়ালার সম্পত্তি।	**শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি**

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, দেশি-বিদেশি ভক্তের সমাগম

ঐতিহ্য মেনে মায়াপুর ইসকনে রথযাত্রা পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শুক্রবার মহাসমারোহে মায়াপুর রাজাপুরে পালিত হল ইসকনের রথযাত্রা। মায়াপুর ইসকন থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে তিনটি সুসজ্জিত রথ রওনা দিল মায়াপুর ইসকনের উদ্দেশ্যে। তিনটি পৃথক সুসজ্জিত রথে করে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা মহারানিকে মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে অস্থায়ী গুন্ডিচায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন আরতি করে স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে ঝাড় দিয়ে রথের রশিতে টান দিয়ে মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ-সহ বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য দুই নায়িকা দেবশ্রী রায় এবং রুক্মিণী। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ জগন্নাথ সরকার থেকে শুরু করে জেলা বিচারক প্রমুখ। এদিন মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ বিভিন্ন রকম মন্ডেল ও ডান্ডিয়া নৃত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ট্যাবলো সহযোগে তিনটি পৃথক সুসজ্জিত রথযাত্রা ইসকনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এদিন মায়াপুর ইসকনের রথ দেখতে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করেছিল রাস্তার দুই ধারে। একই সঙ্গে রথের রশিতে টান দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল অসংখ্য দেশি ও বিদেশি ভক্তরা। এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর-সহ সমস্ত ইসকন মন্দিরে। রাজাপুর থেকে প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার অনতিদূরে মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে গুন্ডিচা অস্থায়ী মাসির বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে উল্টোরথ পর্যন্ত অবস্থান করবেন জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রা মহারানি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষের আগমনে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির ছিল উৎসব মুখরিত। সকলেই জগন্নাথের রশি ধরে টেনে নিজেকে ধন্য করছেন।

তৃণ-প্রসাদের পালটা গীতা!

বিজেপি বিধায়কের গীতা ও প্রসাদ বিতরণে বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় এবার অন্য রথযাত্রা। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলাবাসীর হাতে দিঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তুলে দিতে কাজ চলছে জোর কদমে। জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রশাসনের নেতৃত্বে চলছে প্যাড়া ও গজা তৈরির কাজ। দুয়ারে রেশন প্রকল্পে তা তুলে দেওয়া হবে জেলার প্রতিটি পরিবারের হাতে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পাল্টা প্রসাদ বিতরণ শুরু করেছে বিজেপিও। বাঁকুড়া শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার গীতা ও মা কালীর প্রসাদ বাড়ি বাড়ি বিতরণ করতে দেখা গেল স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা ও বিজেপি কর্মীদের। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটি করে গীতা ও স্থানীয় কালী মন্দিরে পুজো দেওয়া প্রসাদ তুলে দেন এলাকার বাসিন্দাদের হাতে।

রথের দিন এনিয়ে আলোচনায় মেতে ছিল গোটা জেলা। চায়ের দোকান, হাটবাজার প্রায় সব জায়গায় ছিল একই আলোচনার বিষয়বস্তু। বাঁকুড়া শহরের এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার বক্তব্য, 'জেলার বহু দোকান দিঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদ মেশানো প্যাঁড়া ও গজা তৈরির অর্ডার পেয়েছেন। হীড়বাঁধ ব্লক প্রশাসন থেকে ১২ হাজার প্যাকেট তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়েছে ইন্দপুর বাংলার একটি মিষ্টির দোকানকে। এরকম জেলার সর্বত্রই জোরকদমে দিঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তৈরির কাজ চলছে।' ইন্দপুরের মিষ্টির দোকানের মালিক তুষার চট্টোপাধ্যায় জানান, '১২ হাজার প্যাকেট প্রসাদ তৈরির কাজ চলছে। দিঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদ মিশিয়ে মিষ্টিগুলি তৈরি করা হচ্ছে।' এই নিয়ে ব্যাঙ্গ করতে ছাড়েনি এলাকার কিছু মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, 'দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন। তাই হিন্দুত্ব নিয়ে রাজনীতি ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক ও বিরোধী দল। জগন্নাথ দেবের প্রসাদ জেলাবাসীর হাতে তুলে দিতে যে বিপুল পরিমান টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার তা দিয়ে রাস্তা, স্কুল, বাড়ি ও সেতু সংস্কারের কাজ হতে পারত। হিন্দু তুমি কার এই কোন্দল জেলায় বেড়েই চলেছে।' বাঁকুড়াবাসীদের আরও বক্তব্য, 'সরকারি উদ্যোগে বিশেষ একটি ধর্মের দেবতার প্রসাদ বিতরণ কতটা সংবিধানসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পারদ চড়ছে। '

যদিও, স্থানীয় বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'গীতা ও প্রসাদ বিতরণে তাঁর কোনও রাজনীতি নেই। সনাতনী সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ গীতা। তাই সনাতনী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মানুষের হাতে গীতা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। রাজ্য সরকার দিঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদের নামে যা জেলাবাসীর হাতে তুলে দিচ্ছেন তা কার্যত সত্যের অপলাপ।' অন্যদিকে এবিষয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল তৃণমূল। যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক রাজীব দে জানান, 'এতদিন বিজেপি রামকে নিয়ে রাজনীতি করেছে, এবার কালী ও কৃষ্ণকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে। গত ৫ বছর কোনও কাজ না করে বিধায়ক এখন গীতা হাতে নিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন।' তবে সাধারণ জেলাবাসীদের স্পষ্ট বক্তব্য, বাঁকুড়ায় এধরণের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক।

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মহিলারা। রাস্তায় বালতি, কলসি রেখে চলে বিক্ষোভ। আদিবাসী অধ্যুষিত মালদার হবিবপুর ব্লকের কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়াইল গ্রামের ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে এই অবরোধ বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, তাঁদের গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সম্প্রতি তা আরও প্রকট হয়েছে। গ্রামে দুটি সাব মার্শিবল পাম্প থাকলেও, তার মধ্যে একটি পাম্প বিকল হয়ে রয়েছে এবং অন্যে পাম্পের মোটর চুরি হয়ে গেছে। এছাড়াও তাদের গ্রামে এখনও পিএইচই-র জলের ব্যবস্থা নেই। পিএইচই-র কানেকশন দেওয়ার জন্য ব্লকের কর্মীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আধার কার্ড নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও কানেকশন পাননি। এই বিষয়ে তারা বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী মিনতি হেমব্রম, সনেকা মার্ডিদের বক্তব্য, গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে প্রতিদিনই পানীয় জল আনতে যেতে হচ্ছে। তীব্র গরমের মধ্যে চরম জল কষ্টে ভুগতে হচ্ছে শতাধিক গ্রামবাসীদের। তাই এদিন বাধ্য হয়েই এই এলাকার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, 'ওই গ্রামে দুটি সাব মার্শিবলের পাম্প বসানো হয়েছিল। সচেতনতার অভাবে সেটি হয়তো নষ্ট হয়েছে। নতুন করে আবার পানীয় জলের সাব মার্শিবল বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।' শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

হুগলির গুপ্তিপাড়ার রথ এবছর তিনশো বছরের পড়ল।

হুগলি শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন, অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়। ছবি: বনস্পতি দে

কেরলে কাজে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তিন পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেরলে কাজ করতে গিয়ে পুরনো বাড়ির কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে কেরল রাজ্যের ত্রিশূল জেলার কোডাকারা এলাকায়। এই দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর মৃত তিন শ্রমিকের পরিবারকে বিষয়টি ফোন করে কেরল থেকে জানানো হয়। দুঃসংবাদ পাওয়ার পরই শোকের ছায়া নেমে আসে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার হাজিপুর এবং গোবর্ধনটোলা এলাকায়। পাশাপাশি দুটি গ্রামের তিন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেন বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে সমস্ত রকমভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক চন্দনা সরকার। তিনি বলেন, 'মৃত তিন শ্রমিকের পরিবারে পাশে রয়েছে প্রশাসন। ওই পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি কেরল থেকে যাতে মৃত শ্রমিকদের দেহ সহজে ফেরানো যায়, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন শ্রমিকের নাম রবিউল ইসলাম (২১), রবিউল শেখ (১৯)। আব্দুল আলিম (৩১)। প্রথম দু'জনের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুর এলাকায়। অপর জনের বাড়ি কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনটোলা এলাকায়। গত সপ্তাহের শনিবার এইসব এলাকা থেকেই ১০ জন শ্রমিক কেরলে গিয়েছিলেন কাজ করতে। মূলত এরা নির্মাণ শ্রমিক হিসাবেই ওই রাজ্যে গিয়েছিলেন। কেরলের কোডাকারা এলাকায় মালদা এবং মুর্শিদাবাদের প্রায় ১৫ জন শ্রমিক একটি পুরনো বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেসের মতো করে থাকতে শুরু করে। কিন্তু এদিন সাত সকালেই এই পুরনো বাড়ির দেওয়ালের একটি অংশ ফাটল দেখা দেয়, মুহূর্তে ধস নামতে শুরু করে। তখনই ওই বাড়ির পিছনের সিঁড়ি দিয়ে শ্রমিকরা হুড়োহুড়ি করে পালাতে তৎপর হয়। অপর তিন শ্রমিক ফাটল ধরা অংশ সংলগ্ন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করলে হুড়মুড়িয়ে তাঁদের গায়ের ওপর পুরো একটি কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। সেই সময় ওই তিন জন চাপা পড়ে যায়। তড়িঘড়ি তাঁদেরকে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। মৃত রবিউল ইসলামের এক দাদা মহম্মদ বাইরুল শেখ তিনিও তার ভাইয়ের সঙ্গে কেরলের ওই এলাকায় নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে গিয়েছেন। মোবাইলে তিনি জানিয়েছেন, 'এদিন সকালে দেওয়ালের ফাটলের আওয়াজ শুনতেই ঘুম চোখে তারা হুড়োহুড়ি করে উঠে পালাবার চেষ্টা করে। সকলের চোখে ঘুম লেগেছিল, তাই সহজে কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি।' অপর মৃত শ্রমিক আব্দুল আলিমের স্ত্রী মেরিনা খাতুন বলেন, 'আমি চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বাড়িতে বৃদ্ধ শ্বশুর এবং শাশুড়ি রয়েছেন। সংসারের খরচ জোগাতে স্বামী ভিন রাজ্যে গিয়েছিলেন। একটা দুর্ঘটনায় সব শেষ হয়ে গেল। কী করে বাঁচবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

গোগলায় পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে বিজেপির ভাঙন অব্যাহত। গত কয়েকদিনে প্রায় ৫০ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে পদ্মফুল ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী, সমর্থক। শুক্রবার সকালেও সেই ধারা অব্যাহত রাখল তৃণমূল। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেন বিজেপি থেকে আসা কর্মী সমর্থকরা। গোগলা অঞ্চলের রসিকডাঙা বাগদী পাড়ার দামু বাগদী ও তাঁর পরিবারের লোকজন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগদানকারী দামু বাগদী জানান, 'ভুল করে বিজেপি দলে গিয়েছিলেন। তাদের অসময়ে দল নয় বরং তৃণমূলই পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই এই যোগদান।' গোগলা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে এলাকার মানুষ দলে দলে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করছেন।'

প্রয়াত হাফেজ মুবারক রহমানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বহু গ্রন্থ প্রণেতা হাফেজ মোবারক আলি রহমানি ৮৫ বছর বয়সে গত মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বসিরহাটের কোড়াপাড়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। রহমানিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দলে দলে এসেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। তিনি ছিলেন পবিত্র কোরানের হাফেজ। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পড়ালেখা করে আরবি সাহিত্যের নামজাদা একজন আলেম ছিলেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ বা সমাজের বিশিষ্ট বক্তিত্ব হিসাবে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

সন্তান-সহ নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক গৃহবধূ সন্তান। একসঙ্গে দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গৃহবধূর স্বামী মনোজ মাহাতো। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী মনোজ মাহাতো জানিয়েছেন, বেশ কয়েকমাস ধরে তিনি কাঁকসার ডাকবাংলো মনোজ পল্লি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনি পানাগড় বায়ু সেনা চাউনিতে সিভিলে গাড়ি চালক হিসেবে কর্মরত। বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যান। দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তার ৭ বছরের ছেলে-সহ তাঁর স্ত্রী নিরুদ্দেশ। তাঁর মোবাইলে রিং করেও কোনওভাবে যোগাযোগ করা যায়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হলে, তাঁরাও তাঁর স্ত্রীর কোনও খোঁজ দিতে পারেননি। এরপরেই শুক্রবার তিনি কাঁকসা থানায় স্ত্রী ও ছেলের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভগবান রঘুবীরের জয়ধ্বনি দিয়ে লক্ষ্মীজোলায় ধানরোপণ মহারাজদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতি বছরের মতো এই বছরও পবিত্র রথের দিন ভগবান রঘুবীরের জয়ধ্বনি দিয়ে ও রীতি মেনে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের লক্ষ্মীজোলাতে ধান রোপন করলেন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের মহারাজরা। লক্ষ্মীজোলা নামটা কমবেশি অনেকেই জানেন। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর বাল্যবন্ধু সুখলাল গোস্বামী এক বিঘা দশ ছটাক জমি দান করেছিলেন। সেই জমিতে ঠাকুরের পিতা রঘুবীরের নাম নিয়ে এদিন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন ধান রোপন করতেন। সেই ধানেতে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট সংসার অতিবাহিত হত এবং অতিথি আপ্যায়ন করা হত। তারপরও উদ্বৃত্ত রয়ে যেত। সেই পুরনো চিরাচরিত প্রথাকে সামনে রেখে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা লক্ষ্মীজোলাতে ধান রোপন করেন। কথিত আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও এই জমিতে 'তিন গোছ' ধান রোপন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই দিনটিতে মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা রঘুবীরের নাম নিয়ে 'তিন গোছ' ধান রোপন করেন। বাকি জমিতে ধান রোপণ করেন মঠের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মানুষেরা। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দ মহারাজ জানান, 'জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের ধান রোপনের সূচনা হয়। এরপর থেকে আমাদের ধান রোপন চলবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ভগবান রঘুবীরের নাম করে ধান রোপণের সেই প্রথাকে বজায় রেখে আজও কামারপুকুর মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে এই পবিত্র দিনে ধান রোপন হয়।' অপরদিকে একইভাবে রীতি মেনে ভগবান জগন্নাথদেবের রথ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। এদিন মঠে বহু পুর্নার্থীর সমাগম হয়। সবমিলিয়ে গোঘাটের লক্ষ্মীজোলায় কামারপুকুর মঠ ও মিশনের তরফে এই পবিত্র দিনে ধান রোপণের কাজ ও রথ যাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

হুগলির চুঁচুড়ার ধরমপুরে দণ্ডী স্বামী নিত্যবোধ মহারাজের কালীমাতা আশ্রমে রথযাত্রা উপলক্ষে বের হল চারটি রথ। প্রথমে ছিল গৌরুর দেবের রথ। তারপর ছিল বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের রথ। সুভদ্রার রথ টানলেন মহিলারা।

রামায়ণ, মহাভারত উঠে এসেছে মহাপ্রভুর রথে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শুক্রবার রথযাত্রার দিন হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত স্বাভাবিকভাবেই মুখরিত ছিল রথযাত্রার বাহুল্যে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রারা যখন রথে চড়ে মাসির বাড়ি যান তখন শিল্প রসিকরা রথের গায়ে খোদাই করা কারুকার্য দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ হলেও কোথাও কোথাও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রথ হয়। শ্যামপুরের পিছলদহ গ্রামে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী যাওয়ার পথে আড়াই দন্ড বিশ্রাম নিয়েছিলেন। একটি তমাল গাছ আজও তার সাক্ষী বলে জানা গিয়েছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই পিছলদহ সন্নিহিত এলাকায় চৈতন্য প্রভাব বাড়ে। পাশের গ্রামের সম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রয়াত জগন্নাথ দাস ১৮৮৬ সালে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার তিন পুত্র দীননাথ, দয়াল চন্দ্র, নিতাই চন্দ্র বাবার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে মহাপ্রভুর রথের প্রতিষ্ঠা করেন। রথ শিল্পী রথের কাঠে নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলেন রামায়ণ, মহাভারতের চিত্র। যা আজো সমুজ্জ্বল। কালীয় দমন, কুরুক্ষেত্র, রাম রাবনের যুদ্ধ ইত্যাদি আজও খোদিত রয়েছে রথের গায়ে। জানা গিয়েছে, কালীদহ উত্তর পাড়া দাস বংশের গৃহদেবতা মহাপ্রভু জিউ আজও রথে চড়ে ঘুরে বেড়ান। ট্রাস্টি গড়া হয়েছে। বর্তমান সভাপতি মধুসূদন দাস, ননী গোপাল দাস, রমেশ দাসরা জানান, 'নিত্য ভোগ হয় মন্দিরে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগে পুতুল নাচ হলেও এখন আর হয় না। তবে মেলা বসে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়।' আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসেন এই রথ দেখতে। শিল্পীরা দু-চোখ ভরে দেখেন রথের কারুকাজ। ভক্তি আর শিল্প সুষমার যুগলবন্দি দেখা যায় কালীদহের রথে।

বালুরঘাটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণে 'নিম্নমানের সামগ্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ভবন নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইঞ্জিনিয়ারও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত পতিরাম উত্তর রায়পুর এলাকার ঘটনা।

এই বিষয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, '১ নম্বরের পরিবর্তে ৩ নম্বর ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি নিম্নমানের বালি দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আমাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে আমরা সিডিউল অনুসারে কাজ করার দাবি জানাচ্ছি।' এ প্রসঙ্গে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান, 'স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ সরব হননি। হয়েছে বিজেপি। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছি। তিনি এসে আমাদের যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে সিডিউল অনুযায়ী সেখানে কাজ হচ্ছে। কাজেই বিজেপির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

চালু হল শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ রক্ষার ইন্টার্নশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট কলেজের ভূগোল বিভাগ চালু করল শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ রক্ষার ইন্টার্নশিপ। ভূগোল বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চালু করা হয়েছে পরিবেশ রক্ষার এই 'ইন্টার্নশিপ'। বালুরঘাট কলেজের ভূগোল বিভাগ বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিশারী সংকল্পের মাধ্যমে চালু করেছে এই 'ইন্টার্নশিপ'। মূলত 'ক্লিন রিভার-গ্রিন ফিউচার, প্লাস্টিক ফ্রি আত্রেয়ী' এই শিরোনামে দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল ভূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরলেন 'সবুজ মিত্র' হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের কী কী করণীয়।

এবিষয়ে তুহিন জানান, এরফলে নদী পরিষ্কার রাখতে সবুজ ভবিষ্যৎ গড়তে এবং আত্রেয়ী নদীকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে নিজেরা সচেতন হয়ে উঠবে। তারপর নদী পাড়ের মানুষ, পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে উপস্থাপনা জমা দিতে পারবে। আত্রেয়ী নদীতে সাফাই অভিযান যেমন করা দরকার, তেমনি সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বৃক্ষরোপনও প্রয়োজন। তবে একদম প্রথমে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিককেও 'না' বলতে হবে। এদিনের বক্তব্যে উঠে আসে সেই কথাও। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজ কুণ্ডু, অধ্যাপিকা ড. বিউটি দাস, অধ্যাপক ড. পিন্টু বিশ্বাস, অধ্যাপিকা ড. প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু, উজ্জ্বল কুমার প্রামাণিক, অধ্যাপক গৌতম দাস প্রমুখ। আলোচনার শেষে ছাত্রছাত্রীরা নদী পরিষ্কার, সবুজ ভবিষ্যৎ গড়া এবং প্লাস্টিক মুক্ত আত্রেয়ী গড়তে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়।

কাঠামো পুজো টাকি 'পুবের রাজবাড়ি'তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়লো ইছামতী পাড়ের ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত শহর টাকি পুবের রাজবাড়িতে।

দুর্গাপুজোর সঙ্গে বসিরহাটের যোগ বহু প্রাচীন। সেই বসিরহাটের ইছামতি নদীর তীরে ছোট্ট শহর টাকি। যে শহরের প্রতিটি কোণায় কোণায় মিশে আছে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া। বিশেষত দুর্গাপূজার সময় এক অনন্য চেহারা নেয় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই শহর। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ইছামতী নদী তার সাক্ষী বহণ করে চলেছে। টাকি রাজবাড়ি গুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন পুজো হিসাবে গণ্য করা হয় টাকি পুবের রাজবাড়িকে। জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৩০৩ বছর আগে টাকির তৎকালীন জমিদার রায়চৌধুরী বংশের উদ্যোগে টাকি পুবের বাড়িতে চালু হয় দুর্গাপুজো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মলিন হয়েছে পুবের রাজবাড়ির দেওয়াল, নোনা ধরেছে ইটগুলিতে। জাঁকজমক কমলেও, পুজোর ঐতিহ্যে একটুও চিড় ধরেনি সেই দুর্গাপুজোর। আর সেই দুর্গাপুজোর কাঠামো পুজো হল আষাঢ় মাসে রথের দিন। এদিন সকাল থেকে টাকি পুবের বাড়ির ঠাকুর দালানে কাঠামা পুজো শুরু করেন স্থানীয় পুরোহিত। এই রাজবাড়ির বর্তমান সদস্যা শর্মিষ্ঠা ঘোষের উদ্যোগে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয় কাঠামো পুজার দিন। তিনি বলেন, 'যে কাঠামোর উপরে ঠাকুর নির্মিত হয়, রথের দিন সেই কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা একপ্রকার শুরু হয়ে গেল টাকিতে। শুধুমাত্র বাবলা গাছের কাঠ দিয়েই এই কাঠামো তৈরি হয়। পুজোর শেষে ওই বাবলা গাছের গুড়ি থেকে এক টুকরো কাঠ কেটে রেখে দেওয়া হয়। মূল দুর্গাপূজায় নবমীর দিন যজ্ঞের সময় সেই কাঠের আহুতি দেওয়া হয়।' এদিন কাঠামো পুজোর সঙ্গে চলে প্রসাদ বিতরণও। এই কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে যে টাকির ঐতিহ্যবাহী অকালবোধনের সূচনা হয়ে গেল, বলাই বাহুল্য।

রথযাত্রায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

আমদাবাদের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরে মঙ্গলারতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও আমদাবাদ, ২৭ জুন: শুক্রবার রথযাত্রা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এনিয়ে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সকলের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। তিনি জানান, 'ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রার পবিত্র উৎসব উপলক্ষে সকল দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি বিশ্বাস ও ভক্তির এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক। জয় জগন্নাথ!'

এদিকে, গুজরাটের আমদাবাদে রথযাত্রা উপলক্ষে মঙ্গল আরতি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে আমদাবাদের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির। সেখানে গিয়ে পুজো দেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, 'রথযাত্রা উপলক্ষে আমদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরে মঙ্গলা আরতিতে অংশগ্রহণ করা একটি ঐশ্বরিক এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি মহাপ্রভুর মঙ্গলারতিতে যোগ দিয়েছি এবং প্রার্থনা করেছি। মহাপ্রভু সবাইকে আশীর্বাদ করুন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বিশ্বের কচ্ছি সম্প্রদায়কে কচ্ছি নববর্ষ আষাঢ়ী বিজ উপলক্ষেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, আষাঢ়ী বিজের বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে কচ্ছি সম্প্রদায়কে শুভকামনা। আসন্ন বছর সকলের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক।

ভোপালে বন্যাত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের মহড়া

ভোপাল, ২৭ জুন: মধ্যপ্রদেশের ভোপালে শুক্রবার বন্যাত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান সম্পর্কিত একটি মহড়ার আয়োজন করা হয়। ভোপালের খানগাঁওয়ে এলাকায় অবস্থিত তিনটি প্রশিক্ষণ হয়েছে। জনসংযোগ আধিকারিক আশিস শর্মা জানান, এই মহড়ায় জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ মধ্যপ্রদেশের রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী বা এসডিআরএফ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে একসঙ্গে এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।

যমুনার জলস্তর বৃদ্ধিতে সতর্কতা জারি

হিমাচলে দুর্যোগে মৃত ৫, নিখোঁজ আরও ৫

ধর্মশালা ও জালৌন, ২৭ জুন: আবহাওয়া খারাপ। মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে হিমাচলপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও পাঁচজন। হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু জানিয়েছেন, রাজ্যের তিন জায়গায় মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে, ন'টি এলাকা হড়পা বানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে চারজনকেই চিহ্নিত করা গিয়েছে। মানালির মতো পর্যটনস্থলগুলির রাস্তা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্যোগের ফলে পর্যটন শিল্পে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, রাজস্থানে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার জেরে যমুনা নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশের জালৌন জেলার কালপি অঞ্চলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে শুক্রবার সকালে ৯৯.৩০ মিটার ছুঁয়েছে। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের কালপি কেন্দ্রের প্রধান রূপেশ কুমার জানান, ২৫ জুন থেকে যমুনার জলস্তর বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে প্রতি ঘণ্টায় ১২-১৫ সেমি হারে জল বাড়ছে। কালপিতে বিপদসীমা নির্ধারিত রয়েছে ১০৮ মিটার। বৃহস্পতিবার থেকেই স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

কেরলে ধসে পড়ল পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসন, নিহত ৩

ত্রিশুর, ২৭ জুন: রথের দিন সাতসকালে সাংঘাতিক কাণ্ড কেরলে। ত্রিশুরের কোডাকরায় পরিযায়ী শ্রমিকদের থাকার একটি দোতলা আবাসন আচমকাই ভেঙে পড়ে। ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন ৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে কেরলের কোডাকরায় প্রায় ৪০ বছরের পুরনো একটি আবাসন ধসে পড়ে। তিনজন পরিযায়ী শ্রমিক নিহত হন, তাঁরা কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

রথযাত্রায় পুরীতে জনজোয়ার, পদপিষ্টে জখম বহু

পুরী, ২৭ জুন: রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় করেন পুরীর জগন্নাথ ধামে। দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসেন পুরীতে। ব্যতিক্রম হয়নি এই বছরেও। শুক্রবার সকাল থেকে জনজোয়ার নেমেছে পুরীর রাস্তায়। শেষ পর্যন্ত ভিড় এত মারাত্মক চেহারা নেয় যে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। রাতের দিকে খবর মেলে, বলভদ্রের রথ তালধ্বজে দড়ি টানতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে জখম হয়েছেন শ'পাঁচেক পুণ্যার্থী। তার মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুরীর রথের চাকা এদিন শেষ পর্যন্ত মাঝপথেই থেমে যায়। শনিবার সকাল ৯টায় আবার যাত্রা শুরু করে মাসির বাড়ি যাবেন জগন্নাথদেব।

ওড়িশার এডিজি সঞ্জয় কুমার জানিয়েছিলেন, ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভক্তদের নিরাপত্তার জন্যে এবং ভিআইপি অতিথিদের জন্য ভিড় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো শহরকে একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ঢেকে ফেলা হয়েছে। নিরাপত্তা প্রস্তুতি সম্পর্কে দমকলের ডিজি সুধাংশু সারঙ্গি বলেন, 'পরিস্থিতি সুষ্ঠু ভাবে চলছে। জরুরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, আমাদের কাছে সমস্ত ব্যবস্থা আছে। প্রায় ১৫০০ জনকে মোতায়েন করা হয়েছে। ৪৩০ জন লাইফগার্ড সৈকতে মোতায়েন করা হয়েছে।' কিন্তু তার প্রত্যাশার চেয়ে ভিড় হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজনাথ সিংয়ের

কুইনদাও, ২৭ জুন: চিনে আয়োজিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকে যোগ দিতে সেখানে রয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেই বৈঠকের মাঝে চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডন জুনের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রাজনাথ সিং জানান, 'কুইনদাওতে এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডন জুনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে গঠনমূলক মত বিনিময় হয়েছে। প্রায় ছয় বছর পর কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ায় আমি আনন্দ প্রকাশ করেছি। এই ইতিবাচক গতি বজায় রাখা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন জটিলতা তৈরি করা এড়ানো উভয় পক্ষের কর্তব্য।'

ময়দান

সংকটে টিম ইন্ডিয়া!

এজবাস্টনে নেই বুমরাহ

বার্মিংহাম, ২৭ জুন: ইংল্যান্ড সফরের শুরুতেই বড় ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে লজ্জাজনক ভাবে ৫ উইকেটে হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল। প্রথম চার দিনের খেলা দেখে যে ভাবে প্রতিরোধ গড়ার আভাস মিলেছিল, তা যেন উধাও হয়ে গেল পঞ্চম দিনে। লোয়ার মিডল অর্ডারের ব্যর্থতা, ফিল্ডিংয়ে একাধিক ভুল এবং সব চেয়ে বড় কথা নির্বিষ বোলিং ভারতকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিল। তার মাঝেও একমাত্র উজ্জ্বল দিক ছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু এবার সেই ভরসার জায়গাতেই বড় দুশ্চিন্তা। সূত্রের খবর, দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন না বুমরাহ। হেডিংলেতে ৪৪ ওভার বল করে প্রচণ্ড ওয়ার্কলোডে পড়েছেন তিনি। ফলে ২ জুলাই এজবাস্টনে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। কোচ গৌতম গম্ভীর ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বুমরাহ তিনটি টেস্ট খেলবেন, তবে পরেরটি নয়। টার্গেট লর্ডসের তৃতীয় টেস্ট, যেখানে ১০ জুলাই ফিরতে পারেন বুমরাহ। এই পরিস্থিতিতে সামনে এসেছে এক জটিল সমীকরণ।

বুমরাহ না-থাকলে কাকে জায়গা দেওয়া হবে দলে? সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে অর্শদীপ সিং ও আকাশদীপের নাম। কিন্তু দু'জনেই অনভিজ্ঞ। অর্শদীপ এখনও টেস্ট ম্যাচ খেলেননি, আর আকাশদীপের বিদেশে খেলায় অভিজ্ঞতা কম, ইংল্যান্ডে তো একেবারেই নেই। দেশের হয়ে সাতটি টেস্টে তাঁর ঝুলিতে মাত্র ১৫টি উইকেট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন; বুমরাহের অনুপস্থিতিতে ভারতের বোলিং আক্রমণ কতটা কার্যকর হবে? টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী এই আশঙ্কার কথাই তুলেছিলেন।

তাঁর মতে, 'বুমরাহ পরের ম্যাচে বিশ্রাম নিতে চাইবে, কারণ সে লর্ডসে খেলতে চায়। তবে ও না-খেললে সিরিজে ২-০ পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, যা একপ্রকার বিপর্যয়।' বাস্তবে চিত্রটা তাই-ই ইঙ্গিত করছে। তাই এজবাস্টনের দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ, মানসিক ভাবে ঘুরে দাঁড়ানো এবং বোলিং বিভাগে পুনর্গঠন। গম্ভীর ও কোচিং স্টাফের সামনে এখন সবচেয়ে বড় কাজ, দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং বুমরাহের অনুপস্থিতিকে কার্যকর ভাবে সামাল দেওয়া।

৪ বছর পর ইংল্যান্ড দলে ফিরলেন আর্চার

এজবাস্টন, ২৭ জুন: দীর্ঘ ৪ বছর পর অচলায়তন ভাঙল। ইনজুরি থেকে সুস্থ হওয়ায় ভারতের বিপক্ষে এজবাস্টনকে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দলে নিয়েছে। আগের ১৪ সদস্যের দলে তিনিই একমাত্র অন্তর্ভুক্তি।

ইংল্যান্ড দল বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি, অলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, জ্যাকব বেথেল, জেমি স্মিথ, ক্রিস ওকস, স্যাম কুক, ব্রাইডন কার্স, শোয়াইব বশির, জশ টাং, জেমি ওভারটন ও জফরা আর্চার। আর্চার দেশের জার্সিতে শেষবার টেস্ট খেলেন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, আমদাবাদের ওই টেস্টের পর দলে পর্যন্ত ডাক পাননি।

বর্ষার কাদা মাঠে চলছে লিগের খেলা, অপারগ আইএফএ

ঋতিকা চক্রবর্তী

বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে জাঁকজমক করে উদ্বোধন হল এই মরশুমের কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের। মাঠজুড়ে নাচ, গান, আতসবাজির রোশনাই। এই রোশনাইয়ে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কলকাতা তথা বাংলা ফুটবলের আসল চিত্রটা। কলকাতা লিগের একেবারে নীচের ডিভিশনগুলি, অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ডিভিশন। ফুটবলে যে গ্রাসরুট পর্যায়ের উন্নতির কথা বলা হয়, এই ডিভিশনগুলি থেকেই তা শুরু করার কথা। এবার লিগের তৃতীয়, চতুর্থ ডিভিশনগুলি এআইএফএফ -এর সিএমএস নিয়ম অনুযায়ী আয়োজন করা হচ্ছে।

এআইএফএফের সিএমএস নিয়মানুযায়ী, একটি ম্যাচে অবশ্যই ম্যাচ কমিশনার থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও প্রতিটি মাঠে অ্যাম্বুল্যান্স, স্ট্রেচার, মেডিক্যাল স্টাফ থাকতে হবে। লিগ আয়োজক ফুটবল সংস্থাকে অবশ্যই ৪০ লিটার জলের জার রাখতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিশনের খেলা হচ্ছে মূলত ময়দানের মাঠ গুলিতে, তালতলা, ওয়াই.এম.সি.এ, টাউন, কাস্টমস গ্রাউন্ডে। গত ১৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের খেলা। সেই দিন টাউন ও ওয়াইএমসিএ দু'টি মাঠ মিলিয়ে ছিল একটি অ্যাম্বুল্যান্স। আবার কখনও শুধুমাত্র ইডেনের সামনে একটি মাত্র অ্যাম্বুল্যান্স রেখে দেওয়া হয়। এছাড়াও সেদিন টাউন মাঠে মাত্র ২০ লিটার জল দেওয়া হয়েছিল। ফুটবলারদের জলের প্রয়োজন হলে আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাবের তরফ থেকে আরও ২০ লিটার জল কিনতে হয়।

সিএমএসের অন্যান্য নিয়মগুলি একপ্রকার ক্লাবগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে আইএফএ। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোচিং স্টাফ ও ফিজিও রাখতে গিয়ে ক্লাবগুলির বাড়তি খরচ হচ্ছে। মাঠে ডাগআউট ও বল বয় থাকতে হবে, এমন নিয়মও রয়েছে। যদিও কলকাতা ময়দানের এই সব মাঠে ডাগআউট নেই। সর্বপরি যে কাদা জল মাঠে খেলা হচ্ছে, এই বর্ষার সময়ে এইরকম মাঠে খেলা হলে আদৌ বাংলার ফুটবল কতটা এগোবে, সেই নিয়ে সন্দেহ আছে। ফুটবল খেলার অযোগ্য এইসব মাঠে খেলতে গিয়ে হামেশাই চোট পাচ্ছে ফুটবলাররা। ১৮ জুন হাইকোর্ট মাঠে তারা ফ্রেন্ডস ক্লাব এবং আরটি স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচে চোট পান এক ফুটবলার। জয়ী দল তারা ফ্রেন্ডসের ওই ফুটবলারকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পায়ে তিনটি সেলাই পড়েছে।

বাড়তি খরচ নিয়ে কোচিং স্টাফ রেখেও এই ধরনের খারাপ কর্দমাক্ত মাঠে খেলায় হতাশ ক্লাব কর্তৃপক্ষরা। তারা ফ্রেন্ডসের কোচ ফিরোজ নস্কর বলছেন, 'আইএফএর কাছে অনুরোধ করব, যাতে মাঠ নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করা যায়। নাইন সাইড মাঠে খেলা দিয়েছিল আমাদের। ২৫ মিনিট পরে খেলা শুরু হয়েছে, মাঠে স্টিক, নেট কিছুই ছিল না।' আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব তথা কোচ বিশ্বনাথ মণ্ডল বলছেন, 'আমরা অনেক ভালো মাঠে অনুশীলন করি। মাঠ দেখে স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করতে হল। এই কাদা মাঠে চোটের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই বর্ষার সময় এই রকম মাঠে খেলা হচ্ছে, আইএফএর একটু ভাবনা চিন্তা করা উচিত।'

ক্লাবের ম্যানেজার কুন্তল মান্না বলেন, 'সিএমএস নিয়মানুযায়ী যখন খেলা হচ্ছে, তখন সব নিয়মই মেনে চলা হোক। শুধু কেন ক্লাবগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ম্যাচ কমিশনার নেই, ঠিকমতো জল দেওয়া হয় না।' এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তর বক্তব্য, 'আগে মে মাস থেকে ফুটবল মরশুম শুরু হত। এখন তা জুন মাসে চলে এসেছে। যেটা বর্ষাকালের মাস, ফলে মাঠ খারাপ হবেই। মাথায় রাখতে হবে আইএফএর সেই সামর্থ্য নেই যে ১০-১৫ টা মাঠ কিনে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেবে। আমাদের মাঠ শেয়ার করতে হয় হকি ও ক্রিকেটের সঙ্গে। ফলে মাঠ পরিচর্যা সম্ভব নয়। জেলার মাঠে খেলা হলে দলগুলির পক্ষে এত খরচ বহন করা সম্ভব হবে না। তারা বাধ্য হবে দল তুলে দিতে। এই নীচের ডিভিশনের দলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাও আমাদের কর্তব্য।'

এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬ বাছাইপর্ব

টিমোর-লেস্তেকে হারিয়েছে থাইল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে থাকা থাইল্যান্ড বৃহস্পতিবার টিমোর-লেস্তেকে ৪-০ গোলে হারিয়ে তাদের এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬ বাছাইপর্বের সূচনা করেছে।

প্রথমার্ধে সাওয়ালাক পেং-নগাম হ্যাটট্রিক করেন এবং দ্বিতীয়ার্ধের স্টপেজ টাইমে স্বাগতিক দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন প্লোয়চম্পু সোমনুক।

থাইল্যান্ড বর্তমানে গ্রুপ বি-তে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, ভারতের সাথে পয়েন্ট সমান, কিন্তু গোল পার্থক্যে ব্লু টাইগ্রেসের পিছনে। ইরাক এখনও পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলে শীর্ষে রয়েছে। থাইল্যান্ডের পরবর্তী খেলা ২৯ জুন ইরাকের বিপক্ষে, আর একই দিনে ভারত পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে খেলবে। ভারতীয়রা তাদের অভিযান শুরু করে মঙ্গোলিয়াকে ১৩-০ গোলে হারিয়ে রেকর্ড গড়ে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

e-TENDER NOTICE

The undersigned is invited e-NIT No: 01(01)/5th S.F.C(Untied)/NA-DIA/MGP-II/2025-26. e-NIT No: 02(06)/15th C.F.C(Untied)/NA-DIA/MGP-II/2025-26. e-NIT No: 03(07)/15th C.F.C(Tied)/NA-DIA/MGP-II/2025-26. Last date of Bid submission: 08/07/2025 up to 10 A.M. Technical Bid open: 10/07/2025 after 11 A.M. Details on : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Mayurhat-II Gram Panchayat,
Hanskhali Block, Nadia.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/ NIT-08/2025-2026
Memo no:- 1142/PWD/BM/2025-26
Date:-24.06.2025

Name of the Work :- 17 (Seventeen) Sl. No. 1-17 Different type of Development works in ward no- 01, 02, 03, 06, 10, 13, 15, 16, 11 and other sites under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 07.07.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-014/25-26 Dated 26.06.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_871000_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

OFFICE OF THE
RASULPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad.
NIeT. No. 02/2025-26/RGP/, Memo No. 122/2025-26/RGP, dated-26/06/2025
Date of publishing: **27/06/2025 from 11.00 A.M** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **27/06/2025 from 11.00 A.M**
Bid Downloading ends : **04/07/2025 up to 4.30 P.M**
Last date of Bid submission: **04/07/2025 up to 4.30 P.M**
Technical Bid opening date: **07/07/2025 at 11.00 A.M**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিগন্যাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ২৮.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লুলাইনে কেইউএমকে আরআরআই ইয়ার্ড, কেকেভিএস আরআরআই ইয়ার্ড এবং কেএনসিএস ইয়ার্ডে ডুয়াল ট্র্যাক ডিটেকশন-এর পুনর্বাসন, সম্প্রসারণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৪৮,৪০,১৮৫.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,২৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতাগণ/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/২২-২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/ ৬৩৮২৩০৮, তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ বিকাল ৫টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ বিকাল৫.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড- সাফাই ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **সমধর্মী ক্যাটিগরিঃ** (১) সাফাই, স্যানিটেশন ও জীবাণুমুক্তিকরণ- ফলাফল ভিত্তিক। (২) পাবলিক টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা। (৩) গৃহসজ্জা পরিষেবা ভাড়ায়- সাফাই ও ড্রাই ক্লিনিং। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৬০০ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় আছে কিনাঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ ছাড় আছে কিনাঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডার-এর টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসি-তে চাওয়া)। *কোন বিডার অভিজ্ঞতা/ টার্ন ওভারের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ছাড় চাইলে, সেই ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থনকারী নথিপত্র ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের কাছে বিডারগণ কর্তৃক আপলোডকৃত নথিপত্র প্রকাশ করতে চাইবেন কিনা ?ঃ** না। **আরএ-তে বিড সম্ভবঃ** না। **বিডের ধরনঃ** টু প্যাকেট বিড। **কারিগরি মূল্যালয়নের সময় কারিগরি স্পষ্টীকরণের অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **অনুমিত বিড মূল্যমানঃ** ১০,৫৫,৯০,৩৭৩.৪০ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্য ভিত্তিক মূল্যায়ন। **প্রাইস ব্রেক আপ নির্দেশক আর্থিক নথি প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **সালিশি ধারা ঃ** না। **মধ্যস্থতার ধারা ঃ** না। **উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি-র পরিমাণঃ** ৬,৭৭,৯৫০ টাকা। ইপিবিজি শতাংশ (%) ঃ ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬।

(MISC-107/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

জাতীয় দলে সুযোগ প্রাপ্য জেসিনের: অর্চিস্মান বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নৈহাটি: কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। ৭-১ গোলের ব্যবধানে মেসারার্সকে হারাল তন্ময়-জেসিন টিকে-রা। শুরু থেকেই মেসারার্সের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল আমন সিকে, মনোতোষ মাঝি -রা। শুক্রবার ডাগআউটে ছিলেন না ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ বিনো জর্জ। সহকারী কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাসের অধীনে বড় জয় পেল মশাল বাহিনী। ম্যাচের একেবারে শুরুতে ১২ মিনিটের মাথায় আমন সিকে -এর গোল অফসাইড বলে বাতিল করেন রেফারি। ১৯ মিনিটের মাথায় ফ্রিকিক পায় মেসারার্স, সুরচন্দ্র সিং -এর শট সরাসরি গোল পোস্টে লাগে। ২৩ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের গুইতে

কলকাতা লিগ ২০২৫ এর শুরুটা দারুণভাবে করল ইস্টবেঙ্গল এফসি। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ৭-১ গোলে হারাল মেসারার্স ক্লাবকে।

পেকা বাঁদিক থেকে পাস বাড়িয়ে দেন মনোতোষ মাঝিকে। বক্সের ভিতর থেকে শটে গোল করেন মনোতোষ। ৩৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ব্যবধান বাড়িয়ে নেন। মেসারার্সের গোলকিপার জায়গা থেকে সরে যান। সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাসিবের পাস থেকে গোল করেন সায়ন ব্যানার্জি। ৩৭ মিনিটে গুইতে পেকা গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৪৮ মিনিটে আবারও গোলকিপারের ভুলের খেসারত দিতে হয় মেসারার্সকে। তন্ময় দাসের শট গোলকিপারের হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। ৬৩ মিনিটে ডানদিক থেকে পরিবর্ত হিসেবে নামা আজাদের পাস থেকে গোল করেন জেসিন টিকে। ৬৬ মিনিটে আবারও গোল করেন জেসিন টিকে। ৬৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার আদিত্য পাত্রর ভুলে একটি গোল পেয়ে যায় মেসারার্স। অ্যান্ডি জাখারি কিছুটা দলের সম্মান বাঁচান। সংযুক্ত সময়ে ইস্টবেঙ্গলের সুমন দে গোল করেন। ম্যাচ শেষে মেসারার্স প্রশিক্ষক রাজীব দে বলেন, কোনও অজুহাত দেব না। ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য যে প্রস্তুতি লাগে, সেই রকম ভাবে এখনও তৈরি নয় আমার দল। এখনও অনেক ফুটবলার রেজিস্ট্রার হয়নি। ইস্টবেঙ্গলের সহকারী কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাস বলেন, সাত গোলটা বড় কথা নয়, জেতাটাই আসল। গোল খাওয়া উচিত হয়নি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২৮ জুন ২০২৫ • পেজ ৮

‘ভারতের প্রথম ভারতীয় শিক্ষয়িত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে’

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ভারতের চিরাচরিত সামাজিক ক্ষেত্রে সব থেকে কলঙ্কজনক অধ্যায় হল জাতিভেদ ব্যবস্থা ও বর্ণভেদ ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র সারা ভারতে নিম্ন বর্ণের মানুষদের ওপর সামাজিক অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছে। এইরকম এক পরিস্থিতিতে ১৯ শতকের মহারাষ্ট্রে পিছিয়ে পড়া শূদ্র পরিবারের কন্যা ও বধূ ছিলেন সাবিত্রী বাই ফুলে। ১৮৩১ সালে তেসরা জানুয়ারি সাবিত্রী বাই ফুলের জন্ম। তার পিতার নাম ছিল খন্ডজি নাভসে। মাতার নাম ছিল লক্ষীবাঈ। সাবিত্রী বাই ফুলে ছোট থেকেই ছিলেন মেধাবী। কিন্তু যেহেতু শূদ্র পরিবারে জন্ম, তাই বিদ্যালয়ে তাদের পঠন-পাঠনের কোনো স্থান ছিলনা। ছোট থেকেই সাবিত্রীবাই বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের জাত তথা বর্ণের ভিত্তিতে উঁচু তলার ব্রাহ্মণেরা তাদের জাতের মানুষদের খুবই ঘৃণা করে। সাবিত্রী ছোটবেলা থেকেই মনে মনে ভাবতেন মানুষ সবাই সমান এখানে আবার উঁচু-নীচুর কি আছে?সাবিত্রীর গ্রামে যে সমস্ত জাতের মানুষরা থাকতেন তারা ছিলেন চামার, ভাঙ্গি, ঢেড প্রভৃতি শূদ্র বর্ণের মানুষেরা। সাবিত্রী বাই ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন ব্রাহ্মণেরা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে সেই রাস্তা দিয়ে তারা হাঁটলে তাদের শাস্তি অনিবার্য। ব্রাহ্মণরা বলতেন বালিকারা বিদ্যালয়ে গেলে মহাপাপ হবে।

সাবিত্রী বাই ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। ছোটবেলায় সাবিত্রী বাই যখন গ্রামে খেলতে বেরিয়েছেন তার বন্ধু গোবিন্দ গাছে উঠে একটি সাপ দেখে খুবই কাঁদতে শুরু করে। সাবিত্রী গাছে উঠে ওই সাপটিকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং গোবিন্দ কে গাছ থেকে নীচে নামায়। আরেকটি ঘটনা বলব, সেটি হল। সাবিত্রী জানতো পাখিরা গাছের ডালে ডিম পাড়ে ।একদিন সাবিত্রী দেখে একটি সাপ ওই ডিম গুলি খাওয়ার জন্য গাছের উপর দিকে যাচ্ছে। সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে সাপটির দিকে পাথর ছুড়তে থাকে। অন্যান্য বালক বালিকারা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সাবিত্রী পাথর ছুড়ে সাপটিকে তাড়ায় ।পাখির ডিমগুলিকে রক্ষা করে। এই দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ছোট থেকেই সাবিত্রী ছিলেন অদম্য সাহসী ও জেদি স্বভাবের।

তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী নয় বছরের বয়সে সাবিত্রী পুনা শহরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। স্বামীর নাম জ্যোতিরা ফুলে। পুনা শহর তখন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কঠোর বেড়াজালে সমাজকে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারা সব সময় বলতো শূদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় যাওয়া বা লেখাপড়া করতে পারবে না। জ্যোতিরার পারিবারিক পেশা ছিল ফুলের ব্যবসা। তাই থেকে তাদের পদবী হয়ে যায় ফুলে। জ্যোতিরাও পুনার প্যান্টোজির মারাঠি স্কুলে ভর্তি হন । কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে কিছুদিন পরেই তাঁকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে হয়। ১৮৪১ সালের গোবিন্দরা তার ছেলে জ্যোতিরাকে পুনার মিশন হাই স্কুলের ভর্তি করেন। এই সময় তাঁর সাথে সাবিত্রী বিবাহ হয়। এই বিদ্যালয় জ্যোতিরার সাথে বন্ধুত্ব হয় ব্রাহ্মণ ছাত্র সদাশিব গোবিন্দের। দুই বন্ধু একসাথে পড়লেন টমাস পেইনের বিখ্যাত গ্রন্থ দি রাইটস অফ ম্যান। দুই বন্ধুই প্রচন্ড মুগ্ধ হলেন এই লেখাটি পড়ে।

জ্যোতিরাও সেকেন্ডারি স্কুল থেকে যা কিছু শিক্ষা অর্জন করতেন বাড়ি এসে তার বালিকা স্ত্রী সাবিত্রীকে সেগুলো শেখাতেন। সাবিত্রীও স্বামীর কাছ থেকে এইভাবে লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেন। কারণ তখনকার দিনের সমাজে মেয়েদের শুধুমাত্র গৃহকার্যে লিপ্ত থাকবে এটাই ভাবা হতো। কিন্তু সাবিত্রী স্বামীর অনুপ্রেরণায় পুনার মিসেস মিসেলের নরমাল স্কুলের ভর্তি হন। সেখান থেকে পাঠ সমাপ্তর পর শিক্ষিকা হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে আহমেদনগরের আমেরিকান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন। যেটি তত্ত্বাবধান করতেন শ্রীমতি সিন্থিয়া ফায়ার। সাবিত্রী ১৮৪৬- ৪৭ সালে স্কুলের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি হলেন ভারতে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক দেশীয় নারী শিক্ষিকা। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি গৃহের বাইরে এসে প্রকাশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষিকা হওয়ার পরে তিনি মহারাষ্ট্রের পুনার রাস্তা দিয়ে যখন যাতায়াত করতেন তখন উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাকে গালিগালাজ করতেন বলতেন’এই মহিলা আমাদের ধর্মে একটা অভিশাপ’। কেউ আবার তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর অথবা গোবর নিক্ষেপ করতেন। কিন্তু সাবিত্রী এইসব সামাজিক নিপীড়নের কথা মাথায় না নিয়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য আমৃত্যু জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তিনি হচ্ছেন আধুনিক শিক্ষায় মাতৃস্বরূপা। তিনি যখন শিক্ষিকা হয়ে সমাজসেবার কাজে এগিয়ে এলেন তখন সেই সমাজে শূদ্র দের শিক্ষা গ্রহণের কোনো অধিকারই ছিল না। কিছু বালিকা লেখাপড়া শিখতেন। তারা ছিলেন হয় অনাথ নয় ক্রিশ্চান নয় খুব গরীব ঘরের। এবং তারা পড়তে যেতেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী স্কুলে। কারণ মহিলাদের জন্য তখন মহারাষ্ট্রে কোন দেশীয় বিদ্যালয় নেই এবং দেশীয় মহিলা শিক্ষয়িত্রীও নেই। সাবিত্রী ফুলে শিক্ষণ পদ্ধতির ডিগ্রি অর্জন করার পর ১৮৪৭ সালের ১লা মে তিনি প্রথম একটি মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। পুনের অস্পৃশ্যদের কলোনি মাহারওয়ারা অঞ্চলে। শুরুতে সাত আট জন বালিকা পড়তে শুরু করে। ছাত্রীরা সবাই ছিলেন শূদ্র পরিবারের। কিন্তু বিদ্যালয়টি ছয় মাসের বেশি চলল না। তার কারণ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা এটিকে ভালো চোখে দেখেনি পাশাপাশি ছিল প্রবল অর্থাভাব। ব্রাহ্মণদের এই আচরণের বিরুদ্ধে পুনা শহরে ১৮৪৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর সাবিত্রী ফুলে ও জ্যোতিরাও ফুলে একটি সভা আহ্বান করেন। এবং সেখানকার মানুষদের বোঝালেন ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের জন্য এই বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায় ।সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন একজন ধনী উদারচেতা মানুষ তাতিয়া সাহেব। তিনি তার একটি বৃহৎকার বাড়ি মেয়েদের বিদ্যালয়ের জন্য ফুলে দম্পতিদের হাতে তুলে দিলেন। আবার সাবিত্রী ফুলের নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল। মাং, মাহার, চামার এই সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর বালিকারা এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ,সমাজবিদ্যা, অংক পাঠ্যপুস্তক স্থান পেল। আট থেকে নটি বালিকা এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সাবিত্রী ফুলে হলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর বালিকারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার পেল। সাবিত্রী ফুলের এই ভাবনার প্রতিফলন স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৪৫ নম্বর আর্টিকেলে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্রীরা পড়তে এসেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অন্নপূর্ণা যোগী, দুর্গা দেশমুখ, সনু পাওয়ার প্রমুখ। সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষার পাশাপাশি যাতে ছাত্রীদের মনের বিকাশ ঘটে তার প্রচেষ্টাও চালাতেন। আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৫০। কিন্তু উচ্চ বর্ণের বাহ্মণরা সাবিত্রীর শ্বশুরমশাই কে বোঝালেন এটি বড় অধর্ম কারণ শূদ্ররা লেখাপড়া শিখছে। গোবিন্দরাও ছিলেন সমাজ ভীরু তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে বললেন বাড়ি থেকে চলে যেতে। তখন ফুলে দম্পতি আশ্রয় নিলেন একটি মুসলিম পরিবারে। পরিবারের কর্তার নাম হল ওসমান শেখ। ওসমান শেখের ভগিনী ফতিমা খাতুন ছিলেন সাবিত্রীর বান্ধবী। ওসমান শেখের বাড়িতেই বিদ্যালয়টি চালু করা হলো। কিন্তু সমস্যা হল অর্থাভাব ।ফলে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে সাবিত্রী ও জ্যোতিরাও গোভান্ডের সহযোগিতায় পুরনো গঞ্জ পেঠের একটি গৃহে বিদ্যালয় খুললেন। এখানে শূদ্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। এই বিদ্যালয়ে বইপত্র দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন ব্রিটিশ শিক্ষাব্রতি মেজর ক্যান্ডি। এরপর ফুলে দম্পতি আরো একটি নতুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন ,১৮৫১ সালে বুধওয়ার পেঠে আন্না চিপপুণকারের প্রাসাদে। এই বিদ্যালয়তেও সাবিত্রী ফুলে প্রধান শিক্ষিকা হলেন। এরপর ফুলে দম্পতি নিম্ন বর্ণের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য আরও তিনটে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু তিনি মেয়েদের বিশেষ করে শূদ্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তাই সাবিত্রী যখন রাস্ত্ত স্তা দিয়ে বিদ্যালয় যেতেন উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাকে গোবর জল ছুড়ে দিতেন, কেউ গালিগালাজ করতেন, কেউ মাটির ঢেলা ছুড়ে মারতেন। তাই সাবিত্রী ফুলে বিদ্যালয় যাবার সময় সঙ্গে ব্যাগে করে আরেকটি শাড়ি নিয়ে যেতেন। বিদ্যালয় গিয়ে তিনি পোশাকটা পরিবর্তন করতেন যাতে পুরোটা সময় ছাত্রীদের তিনি ভালো করে পড়াতে পারেন।

সাবিত্রী ফুলে এই সামাজিক অসম্মান নিয়ে একটি কবিতাও লিখেছিলেন সে কি হলো — তাদের লক্ষ্য ধরা দিয়েছে/প্রাণবন্ত কাদের স্বপ্নগুলো?/ডানার জুড়ে নয় মানুষের/উত্থান হয় শুধু আশায়/। ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের তিনি শুধু পাঠদানই করতেন না, পাশাপাশি তাদের ছবি আঁকা, সংগীত শিক্ষা, মৌলিক রচনা লেখা, হাতের কাজ করা ইত্যাদিরও শিক্ষা দিতেন।

১৮৫২ সালে সাবিত্রী ফুলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা নেন। রেজাল্ট প্রকাশের দিন প্রচুর মানুষ বিদ্যালয়ের সমবেত হয়েছিল। সমবেত হয়েছিলেন সমকালের ৩০ জন মনীষী। সবাই সাবিত্রী ফুলেকে শ্রদ্ধা জানান এই কারণে যে তিনি সামাজিক প্রতিকূলতা ও সামাজিক বিধানকে অগ্রাহ্য করে এই সমস্ত শূদ্র বালিকাদের পাঠদান করছেন। ১৮৫২ সালে সরকারি একটি রিপোর্ট উল্লেখ করছে’সাবিত্রী ফুলের বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার ১০ গুণের বেশি হয়ে গেছে। কারণ এখানে মেয়েদের যে পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের থেকে তার অনেক উন্নত পদ্ধতিতে। ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যাপারে সাবিত্রী ফুলের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র পাঠদান করতেন, আর ছাত্রীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকায় থাকত তা নয়। সাবিত্রী ফুলে এমন ভাবে পাঠদান করতেন যাতে ছাত্রীরা অবিরত সক্রিয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি বালিকাদের পাঠদান করতেন। এর পাশাপাশি ফুলে দম্পতি ১৮৫৫ সালে কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাবে ফুলের দম্পতি মহারাষ্ট্রে মোট ১৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাবিত্রী ফুলে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পাঠদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছিলেন তা নয়। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেছিলেন এই জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৮৫৪ সালে তার কবিতার বই ‘কাব্যফুলে’ প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে জ্যোতিরাও ফুলের মৃত্যুর এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৯১ সালে সাবিত্রী ফুলে ‘বাবনকশী সুবোধ রত্নাকর’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন ।তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই তিনি ‘মাদার ইংলিশ ‘ শিরোনামে কবিতা লিখলেন — ভারতবর্ষ এদের কারুর নয়/ইরানি, ইউরোপীয় ,তাতার অথবা হুনদের/এর শিরায় শিরায় বইছে মূল নিবাসীদের রক্ত/ । জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি meaning of the word shudra নামক কবিতায় লিখলেন — শূদ্র কথাটির আসল মানে মূলনিবাসী/কিন্তু পরাক্রমশালী বিজেতারা/শূদ্রদের করে তুলল আক্রমণাত্মক/চূড়ান্ত বিজে তারা ছিলেন ইরানি ব্রাহ্মণ/ব্রাহ্মণদেরও পরে ব্রিটিশরা/সবচেয়ে প্রাকৃত মানুষ ছিলেন আদি-- অধিবাসীরা/শিক্ষা যে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করে তা তিনি ‘যাও শিক্ষা গ্রহণ করো ‘কবিতায় লিখলেন----হও আত্মনির্ভর হও পরিশ্রমী/ কাজ করো অর্জন করো জ্ঞান ও ধন/ জ্ঞান ছাড়া সবই নষ্ট হয়ে যায়/ বিনা জ্ঞানে আমরা তো পশুবৎ/

১৮৯৭ সাল ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্লেগ দেখা দিল। পুনা শহরের রোগটি ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার রান্ড নামে এক অফিসার কে মহামারী মনের দায়িত্ব দিল। কিন্তু শূদ্র অথবা দলিত সম্পদের মানুষকে চিকিৎসকরা স্পর্শ করতে রাজি ছিলেন না। এই সময়ে এগিয়ে এলেন সাবিত্রীবাই ফুলে। তাঁর পালিত পুত্র যশবন্ত ফুলে ডাক্তারি পাস করে আর্মির ডাক্তার হয়ে বিদেশে চিকিৎসকের কাজ করছিলেন। সাবিত্রী যশবন্তকে বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে আসতে বলেন। একটি ক্লিনিক তৈরি করলেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত প্লেগে আক্রান্ত মৃতপ্রায় মানুষকে সাবিত্রী নিয়ে এসে চিকিৎসা করতেন। একটি প্লেগে আক্রান্ত বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে সাবিত্রী ফুলের ক্লিনিকে নিয়ে আসেন। চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করেন। কিন্তু এই রোগ তাঁর শরীরকে আক্রমণ করে। সাবিত্রী ফুলে অসুস্থ হন ১৮৯৭ সালের ১০ই মার্চ রাত নটার সময় তিনি প্রয়াত হন। এর আগে ১৮৯০ সালে ২৮ শে নভেম্বর তার স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের মৃত্যু হয়। ১৮৪৮ থেকে ১৮৯৭ সাল প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি মানবসেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সাবিত্রী ফুলের এই সমাজসেবা মূলক কাজের জন্য তিনি অনেক মরণোত্তর সম্মান অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে দশই মার্চ সাবিত্রী বাই ফুলের সম্মানে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা একটি স্টাম্প প্রকাশ করে। ২০১৫ সালের পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি। ২০১৮ সালে সাবিত্রীবাই ফুলে শিরোনামে কানাড়া ভাষায় একটি বায়োপিক নির্মিত হয়। ভারতের পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবার জন্য বি আর আম্বেদকর, আন্না ভাও সাথের সাথে সাবিত্রীবাই ফুলের নামও শ্রদ্ধায় স্মরণীয়।